প্রকাশনার ৮১ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৪ ❖ ১৯ - ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

১০৭তম বিশ্ব অভিবাসী ও শরণার্থী দিবস ২০২১

'ব্যাপক হতে ব্যাপকতর হবার লক্ষ্যে আমরা'

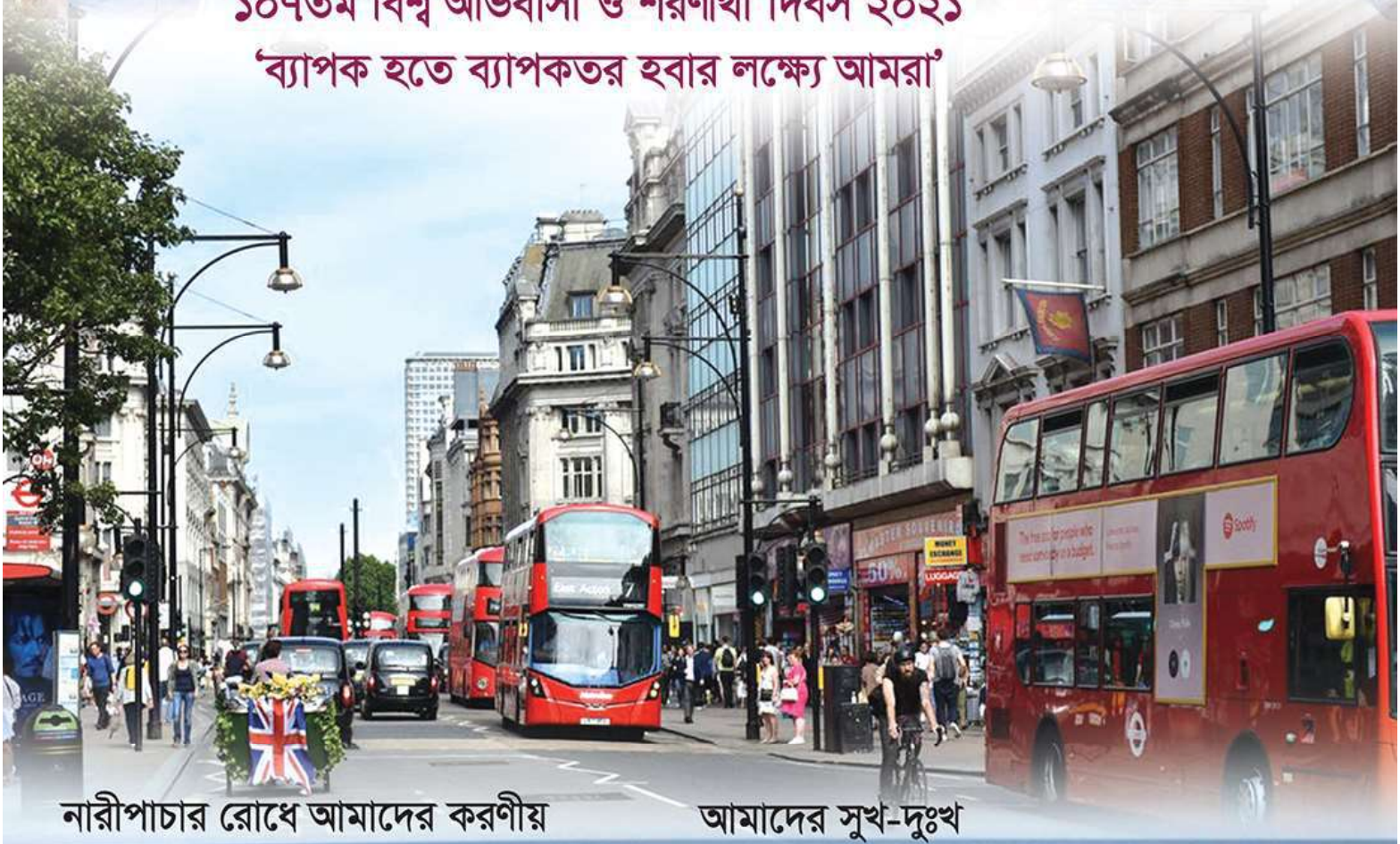

নারীপাচার রোধে আমাদের করণীয়

আমাদের সুখ-দুঃখ

অভিবাসীদের কণ্ঠস্বর

চল্লিশা খ্রিস্টযাগ ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান

প্রয়াত ফাদার আলফ্রেড গমেজ

জন্ম : ৫ মার্চ ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : পিপ্রাশৈর গোছালবাড়ী, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী
কালীগঞ্জ, গাজীপুর।
সেমিনারীতে প্রবেশ : ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ
ডিকন পদ লাভ : জুন ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ
যাজকত্ব বরণ : ২৯ ডিসেম্বর ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১০ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

আকাশ আজ নিঃশেষে শূণ্য, বাতাস আজ নিরর্থক, জনাকীর্ণ পৃথিবীর সমাজ সংসার যাবতীয় কাজকর্ম সকলই ক্লান্তিকর, বহিছে শ্রাবণধারা। বিগত ১০ আগস্ট রোজ মঙ্গলবার ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ফাদার আলফ্রেড গমেজ, পিতা প্রয়াত খাবলী গমেজ এবং মাতা প্রয়াত ক্যাথরিন কোড়াইয়া'র কনিষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন না ফেরার দেশে। দীর্ঘ ৪০ বছর যাজকীয় জীবন অতিবাহিত করে ৭৬ বছর বয়সে সমাপ্ত করেন জীবনের পথ চলা। পি.এইচ.বি. এলাকার প্রতিটি জনগণ তথা দীর্ঘ ৪০ বছর যাজকীয় জীবনে তাঁর প্রতিটি কর্ম এলাকার খ্রিস্টভক্তকে; শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে, নিজ দেহ ত্যাগ করে উপলব্ধি করলেন 'আত্মাই হলো পরম আত্মার অংশ'। সবচেয়ে বড় কথা কাথলিক মণ্ডলীর কল্যাণে নিজেকে বঞ্চিত করলেন সম্ভপর উত্তম পুরুষ থেকে। ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজেকে তিনি পূর্ণরূপে দান করেছেন।

তিনি তাঁর যাজকীয় জীবনে যে সমস্ত ধর্মপল্লীতে সেবা দিয়ে গেছেন সেগুলো হলো; বালুচরা, রাণীখং, ভালুকাপাড়া, হাসনাবাদ, মাউসাইদ, ধরেণ্ডা, কুমিল্লা, রমনা সেমিনারী, নাগরী, গোল্লা, দড়িপাড়া, কাফরুল, রাঙ্গামাটিয়া ও সর্বশেষ বান্দুরা সেমিনারী।

যার জন্ম হয় মৃত্যুও তার-ই হয়। যতদিন শরীর থাকবে ততদিন সুখ-দুঃখ ভোগ করতে হয়। আর যখনই আত্মজ্ঞান লাভ হয় তখনই আত্মা শরীর ছেড়ে মিলিত হয় পরম আত্মায়। বেঁচে থাকে শুধু তাঁর কর্ম। হে মহান আপনার প্রতিটি কর্ম এলাকায় এমন কোন নিদর্শন রেখে গেছেন যার জন্য প্রতিটা খ্রিস্টভক্ত আজ আপনার এই চলে যাওয়াকে কোনভাবেই মেনে নিতে পারছে না। মেনে নিতে পারছে না পি.এইচ.বি. এলাকার প্রতিটি গ্রামবাসী। প্রতিটা মানুষের হৃদয়ে আজ হাহাকার, হে মহান গ্রহণ কর গ্রামবাসীর অশ্রুসিক্ত ভালবাসা।

আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার ২০২১ খ্রিস্টাব্দ ফাদার আলফ্রেডের নিজ বাড়ীতে সকাল ১০ টায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে চল্লিশা খ্রিস্টযাগ ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান। যারা এই মহতী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অধির অপেক্ষায় আছেন এবং যারা দূর দুরান্তে এবং বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে অবস্থান করছেন, আমাদের পক্ষে কোনভাবে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছেনা, বিধায় তাদের সুবিধার্থে নিম্ন নাম্বারে যোগাযোগ করে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করা হইল।

যোগাযোগ

১। ফাদার আলবিন গমেজ (পালপুরোহিত) ফোন: ০১৭১৫০৪১৪৭৮
২। উল্লাস কর্ণেলিয়াস কোড়াইয়া ফোন: ০১৭১৪৭৫৮৮০৪
৩। এন্ড্রু গমেজ ফোন : ০১৭১৪৩২৩৯৯১

ধন্যবাদান্তে

শোকাহত
পি.এইচ.বি. গ্রামবাসী

বিজ্ঞ/২৩৭/২১

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ৩৪
১৯ - ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
৪ - ১০ আশ্বিন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
ডেভিড পিটার পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

অধিবাসী ও অভিবাসীদের একত্রে পথ চলা

মানব ইতিহাসে অভিবাসন বা বিভিন্ন প্রয়োজনে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়া স্বাভাবিক একটি ঘটনা। পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত আছে আব্রাহাম, যাকোব বা ইস্রায়েল নিজ দেশ ছেড়ে অন্যদেশে অভিবাসী হলেন; মানব মুক্তিদাতা যিশু জীবনের সূচনালগ্নে উদ্বাস্তু জীবনের স্বাদ নিলেন। আজকের উন্নত বিশ্বের অনেক অধিবাসীই একসময় অভিবাসী ছিলেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের জনগণ আমেরিকায় উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় অভিবাসিত হয়ে বর্তমানে সেখানকার অধিবাসী হয়েছেন। তারা তাদের জ্ঞান, মেধা, দক্ষতা, পরিশ্রম দিয়ে উক্ত দেশগুলোকে উন্নত করেছেন। তাই আমেরিকার অধিবাসীদের সাথে ইউরোপীয় অভিবাসীরা একত্রে কাজ করে সে দেশের উন্নয়ন সাধন করেছেন। উন্নত দেশগুলো তাদের নাগরিকদের জন্য শিক্ষাদান, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান দিয়ে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য সুলভ করে জীবনের নিরাপত্তার বিষয়টিকে নিশ্চিত করেন। আর অনুন্নত দেশগুলোর বড় একটি জনগোষ্ঠী অশিক্ষা, বেকারত্ব ও দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে জীবনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য পথ খুঁজে। বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে উন্নত দেশের কথা জেনে সেখানে যাবার তীব্র বাসনা অনুভব করে। যেহেতু নিজ দেশে বা এলাকায় প্রয়োজনীয় কিংবা চাহিদাসম্পন্ন কর্মসংস্থান নেই, তখন তারা পরিবারের প্রয়োজন এবং সুখের জন্য অভিবাসনের সিদ্ধান্ত নেন। উন্নত ও স্বচ্ছল জীবন লাভ করা একজন ব্যক্তির অধিকার। নিজ এলাকা ও দেশে সে সুযোগ না পেয়ে কোন ব্যক্তি যদি তা অর্জনের জন্য অভিবাসিত হয় তাহলে তাকে সাধুবাদ জানানো দরকার। তবে সে অভিবাসনের পথটি হতে হবে বৈধ।

সাধারণত দরিদ্র দেশ বা এলাকাগুলো থেকে অভিবাসনের প্রবণতা বেশি পরিলক্ষিত হয়। এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলোর অধিবাসীদের একটি প্রবণতা হলো ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় অভিবাসিত হওয়া। আবার কোন কোন দেশের জনগণ যুদ্ধ, রাজনৈতিক মতবিরোধ, ধর্মীয় ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার কারণেও নিজ দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। আমাদের দেশের অনেক মানুষই উন্নত দেশে অভিবাসিত হতে চায়। তবে সে অভিবাসনের প্রক্রিয়ায় তারা ঝুঁকিপূর্ণ পথ গ্রহণ করে মৃত্যুবরণ করছে। আবার কেউ কেউ মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে দেশত্যাগ করে চরম বিড়ম্বনা ও ক্ষতির শিকার হচ্ছেন। এমতাবস্থায় সকলকেই সচেতন হতে হবে। যে দেশে যেতে চাচ্ছি তাতে গৃহীত হবো কিনা তা যাবার আগেই ভাবতে হবে। তা নাহলে চরম কষ্টের মুখোমুখি হতে হবে। বর্তমান বাস্তবতায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অভিবাসীদের বোঝা হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিভিন্ন অজুহাতে মানসিক ও অর্থনৈতিক পীড়ন করা হচ্ছে। দেশ এবং বিদেশে উভয় স্থানেই উদাসীনতা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের স্বীকার হচ্ছে অভিবাসীরা। অভিবাসীদের প্রতি এই মনোভাব পরিবর্তন হওয়া অবশ্যই দরকার। অভিবাসী ও শরণার্থীদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করার জন্যই প্রতিবছর ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব অভিবাসী ও শরণার্থী দিবস পালন করার জন্য বিশ্বমণ্ডলীকে আহ্বান করা হয়। ২০২১ খ্রিস্টাব্দে এ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে: 'ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হবার লক্ষ্যে আমরা' বিষয়টিকে। পোপ ফ্রান্সিস বিশ্ব মানবতাকে বলছেন নিজেদের সক্ষমতা আবিষ্কার করে তা ব্যবহার করতে। নিজেদের গণ্ডীর বাইরে গিয়ে অন্যদেরকে নিজেদের মধ্যে স্থান দেবার সক্ষমতা আমাদের রয়েছে। তাই অধিবাসীরা অভিবাসীদের সুন্দর ও যথার্থভাবে গ্রহণ করে তাদের অধিকতর ব্যাপক হবার সক্ষমতা প্রকাশ করতে পারে।

বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী অভিবাসী ও শরণার্থীদের প্রতি বিশেষ সংবেদনশীল। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর জাতীয় পালকীয় কর্মশালায় আগামী দশকের জন্য গৃহীত ৫টি অগ্রাধিকারের পঞ্চমটি ছিল সংলাপ ও মিলনের কৃষ্টি গড়া। আর তা হবে দীনজন, অভিবাসী, আদিবাসী কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও বহুধর্মের সাথে: সংলাপ ও মিলনের কৃষ্টি বিস্তারে দীনজনদের সহযাত্রী হওয়া, তাদের কাছে প্রেম ও ন্যায্যতার সাক্ষ্যদান। অভিবাসনের ফলে সৃষ্ট বিপন্নতা ও জনজীবনে দুর্দশা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা। অভিবাসীদের প্রতি যত্নদানের একটি অগ্রাধিকার দেখি পালকীয় পরিকল্পনায় রয়েছে। কিন্তু তা কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে তা মূল্যায়ন করে এগিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশ মণ্ডলীর অনেক সদস্য উন্নত জীবনের প্রত্যাশায়, পরিবারের ভরণ-পোষণ ও সংসারের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য শহরে পাড়ি জমায়। বিভিন্ন শহর ও উপশহরে অভিবাসীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করছে। জীবনের প্রয়োজন মেটাতে অনেকেই ধর্মপল্লী বা পালকীয় সেবাঞ্চলের বাইরে রয়েছে। তাই অভ্যন্তরীণ অভিবাসীদের জন্য মাণ্ডলীক বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। অনেক সময় মাণ্ডলীক প্রশাসনিক নিয়ম শৃঙ্খলার বেড়াজালে পড়ে তারা সংস্কারীয় ও পালকীয় সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। সংস্কারীয় ও পালকীয় সেবাদানের জন্য আহূত যারা তারা তাদের দায়িত্বে থাকা ভক্তদের পরিচালনা ও পবিত্রকরণে আরো উদার ও সমন্বিতভাবে কাজ করবেন বলে প্রত্যাশা করা যায়॥†

কেউ যদি প্রথম হতে চায়, তবে সে সকলের শেষে থাকে ও সকলের সেবক হয়। (মার্ক ৯:৩৫)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন

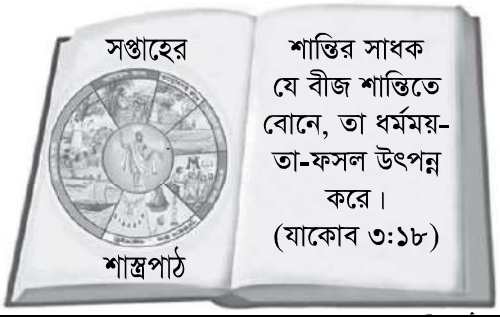

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৯ - ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

১৯ সেপ্টেম্বর, রবিবার
২: ১২, ১৬-২০, সাম ৫৪: ৩-৬, ৮, যাকোব ৩: ১৬--- ৪: ৩, মার্ক ৯: ৩০-৩৭

২০ সেপ্টেম্বর, সোমবার
এজরা ৯: ১-৬, সাম ১২৬: ১-৬, লুক ৮: ১৬-১৮
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
যাকোব ১: ২-৪, ১২, সাম ১২৬: ১-৬ মথি ১০: ১৭-২২

২১ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
এফেসীয় ৪: ১-৭, ১১-১৩, সাম ১৯: ১-৪খ, মথি ৯: ৯-১৩

২২ সেপ্টেম্বর, বুধবার
এজরা ৯: ৫-৯, সাম তোবিত ১৩: ২-৪, ৬-৮, লুক৯:১-৬

২৩ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার
সাধু পিউস পিয়েট্রেলসিনা, যাজক-এর স্মরণ দিবস
হগয় ১: ১-৮, সাম ১৪৯: ১-৬ক, ৯খ, লুক ৯: ৭-৯,
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
রোমীয় ১২: ৩-১৩, সাম ১১২: ১-৯, মথি ৯: ৩৫-৩৮

২৪ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার
হগয় ১: ১৫খ --- ২: ৯, সাম ৪৩: ১-৪, লুক ৯: ১৮-২২

২৫ সেপ্টেম্বর, শনিবার
মা মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ
জাখারিয় ২: ৫-৯, ১৪-১৫ক, সাম জেরেমি ৩১: ১০-১২খ, ১৩, লুক ৯: ৪৩খ-৪৫

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৯ সেপ্টেম্বর, রবিবার
+ ১৯৫৪ সিস্টার এম. লরেটো এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৯১ ফাদার আলফন্স কোড়াইয়া (ঢাকা)
+ ১৯৯৮ ফাদার লুইজি মারকাটো পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০১৬ সিস্টার শিউলী গমেজ এসসি (ঢাকা)

২০ সেপ্টেম্বর, সোমবার
+ ১৯৭৯ সিস্টার মেরী আন্তনী পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৯১ সিস্টার এম. লউরেন্সিয়া আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৫ সিস্টার আন্দ্রিনা ব্যাপারী এসসি (যশোর)
+ ২০১৬ সিস্টার রোজারিআ গ্রিত্তি এসসি (ময়মনসিংহ)

২১ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার
+ ১৯৫৪ সিস্টার কর্ডুলা আরএনডিএম (ঢাকা)

২২ সেপ্টেম্বর, বুধবার
+ ১৯৪৮ সিস্টার এম. ব্লঞ্চ রিয়ার্ডন সিএসসি
+ ১৯৮১ ফাদার ভিন্সেন্ট ডেলাভি সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৬ সিস্টার রেবেকা গমেজ সিআইসি (দিনাজপুর)

২৩ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯২৩ ফাদার পাওলো রিপমন্ডি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৫৫ ফাদার জন বাপ্তিষ্ট পিনসন সিএসসি
+ ১৯৬৬ ব্রাদার লুদোভিক ভালওয়া সিএসসি

২৪ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার
+ ১৯২৩ সিস্টার এম. কিলিওন আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৭ ফাদার দেল' ওর্তো আম্ব্রোজিও পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০১৫ সিস্টার আন্না জুদিচি পিমে

২৫ সেপ্টেম্বর, শনিবার
+ ২০০০ সিস্টার এনরিকেত্তা মত্তা এসসি (দিনাজপুর)
+ ২০০১ সিস্টার থিওডোরা মিরিন্ডা এসসি (খুলনা)
+ ২০০৪ সিস্টার যোসেফ ওরর বয়েলিয় সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৯ সিস্টার মৃণালিনী রেমা সিএসসি (ঢাকা)

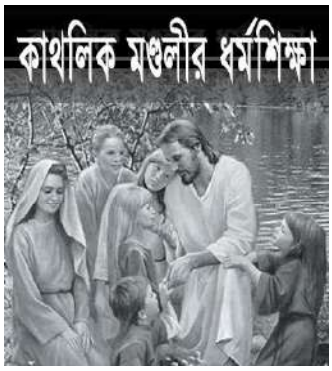

পরিত্রাণ-ব্যবস্থায় দৃঢ়ীকরণ

দৃঢ়ীকরণের চিহ্নসমূহ ও অনুষ্ঠান-রীতি

১২৯৮ : রোমীয় মণ্ডলীর অনুষ্ঠান-রীতির মতো দৃঢ়ীকরণ যখন দীক্ষাস্নান হতে পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তখন দৃঢ়ীকরণের উপাসনা-অনুষ্ঠান শুরু হয় প্রার্থীদের দ্বারা দীক্ষাস্নানের প্রতিজ্ঞাগুলোর পুনরুচ্চারণ ও ধর্মবিশ্বাসের স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে। এথেকে স্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে, দীক্ষাস্নানের পরে আসে দৃঢ়ীকরণ। বয়স্করা যখন দীক্ষাস্নাত হয়, তারা সঙ্গে সঙ্গেই দৃঢ়ীকরণ সংস্কার লাভ করে এবং খ্রীষ্টপ্রসাদের অংশগ্রহণ করে।

১২৯৯ : রোমীয় অনুষ্ঠান-রীতিতে বিশপ সকল প্রার্থীদের উপর হস্ত প্রসারণ করেন। প্রেরিতদূতদের সময় থেকেই এই হস্ত-প্রসারণ পবিত্র আত্মার দানকেই প্রকাশ করে আসছে। বিশপ নিম্নোক্ত কথাগুলোর মাধ্যমে পবিত্র আত্মার অভিবর্ষণ আহ্বান করেন:

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা, হে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর,
জল প্রক্ষালনে ও পবিত্র আত্মার অনুপ্রাণনে
তুমি তোমার এই সন্তানদের (সন্তানকে) পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত ক'রে
নবজন্ম দান করেছ।
হে পিতা, এদের (এর) অন্তরে তুমি এখন প্রেরণ কর সেই নিত্য সহায়ক পবিত্র
আত্মাকে।
এদের (একে) উদ্বুদ্ধ করে তোল
প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি, সুমতি ও শক্তি, জ্ঞান ও ভক্তির আত্মিক প্রেরণায়;
এদের (একে) অনুপ্রাণিত করে তোল ঈশ্বর-সম্ভ্রমে।
এই প্রার্থনা করি, আমাদের খ্রীষ্ট প্রভুর নামে।

১৩০০: এরপর আসছে সংস্কারটির অত্যাবশ্যকীয় অনুষ্ঠান-রীতি। লাতিন অনুষ্ঠান-রীতিতে, "দৃঢ়ীকরণ সংস্কার প্রদান করা হয় কপালে অভিষেক-তেল লেপন দ্বারা, এটা করা হয় হস্ত স্থাপন এবং এই কথাগুলোর মাধ্যমে: "এই মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয়ে পরমেশ্বরের মহাদান স্বয়ং পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর" (Accipe Signaculuam doni Spiritus Sancti" মহাদান পবিত্র আত্মার মুদ্রাঙ্কন গ্রহণ কর)। বিজান্তিন অনুষ্ঠান-রীতির অনুসারী প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোতে পবিত্র আত্মার আবাহন-প্রার্থনার পর দেহের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলো অভিষেক-তেল (myron) দ্বারা অভিলেপন করা হয়: কপাল, চোখ, নাক, কান, ঠোঁট, বুক, পিঠ, হাত এবং পা। প্রতিটি অভিলেপন-ক্রিয়ার সঙ্গে এই অনুমন্ত্র বলা হয়: "মহাদান পবিত্র আত্মার মুদ্রাঙ্কন" ("Sphragis doreas pneumatos hagiou" OR "Accipe Signaculuam doni Spiritus Sancti")

১৩০১ : সংস্কারটির অনুষ্ঠান-রীতির সমাপ্তিতে ব্যবহৃত শান্তির চিহ্ন বিশপের সঙ্গে ও সকল খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণের সঙ্গে মাণ্ডলিক মিলনকে প্রকাশ ও প্রতিপালন করে।

দৃঢ়ীকরণের ফল

১৩০২ : অনুষ্ঠান থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, দৃঢ়ীকরণ সংস্কারটির ফল হচ্ছে পবিত্র আত্মার বিশেষ অভিবর্ষণ, যা পঞ্চাশত্তমীর দিনে প্রেরিতদূতদের জন্য ঘটেছিল। এই কারণে দৃঢ়ীকরণ সংস্কার দীক্ষাস্নানের অনুগ্রহ বৃদ্ধি ও তার গভীরতা এনে দেয়:

- আমাদেরকে ঐশসন্তানত্বে আরও গভীরভাবে প্রোথিত করে যার ফলে আমরা ডেকে উঠি, "আব্বা, পিতা!"
- খ্রীষ্টের সঙ্গে আরও দৃঢ়ভাবে আমাদের সংযুক্ত করে;
- আমাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার দানসমূহ বৃদ্ধিকরে করে;
- খ্রীষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে আমাদের বন্ধন পূর্ণতর করে;
- খ্রীষ্টের সত্যিকার সাক্ষী হিসেবে কথায় ও কাজে ধর্মবিশ্বাস বিস্তার ও রক্ষা করতে, সাহসিকতার সঙ্গে খ্রীষ্টের নাম প্রকাশ করতে এবং ক্রুশের জন্য কখনো লজ্জাবোধ না করতে আমাদের দান করে পবিত্র আত্মার বিশেষ শক্তি।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস -এর বাণী
১০৭ তম বিশ্ব অভিবাসী ও শরণার্থী দিবস - ২০২১
‘ব্যাপক হতে ব্যাপকতর হবার লক্ষ্যে আমরা’

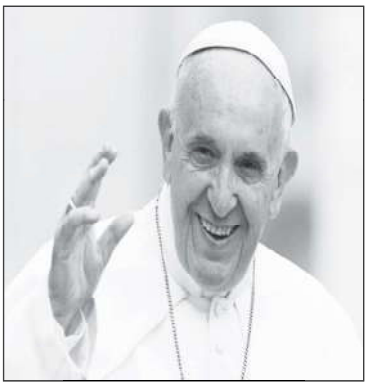

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

সকলে আমরা ভাই-ভাই, এই পালকীয় পত্রে আমি ব্যক্ত করেছি একটি উদ্বেগ এবং একটি আশা, যা আমার চিন্তার সর্বাগ্রে স্থান পায়, “যেইমাত্র এই স্বাস্থ্য-সংকট পেরিয়ে যাবে অমনি আমাদের চরম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হবে উত্তপ্ত ভোগবাদ ও অহংকার প্রসূত আত্ম-রক্ষার নতুন ধরণের প্রবৃত্তির গভীরে নিমজ্জিত হয়ে। ঈশ্বরের ইচ্ছায়, এই সবকিছুর পর আমরা কোনভাবেই আর ‘তাদের’ বা ‘যারা’ বলে চিন্তা করব না, বরং মাত্র ‘আমাদের’ বলে গণ্য করব” *(নং-৩৫)*।

এ কারণে, আমি ইচ্ছা করেছি এবারের বিশ্ব অভিবাসী ও শরণার্থী দিবসের জন্য: ‘ব্যাপক হতে ব্যাপকতর হবার লক্ষ্যে *আমরা*’ - এ মূলভাবটিকে ঘিরে বাণী নিবেদন করতে, যেন এই জগতে আমাদের সম্মিলিত যাত্রায় একটি স্বচ্ছ সীমারেখার নির্দেশনা দান করে।

এই ‘আমরা’-এর ইতিবৃত্ত

ঐ সীমারেখা ইতোপূর্বে ঈশ্বরের সৃষ্টি পরিকল্পনার মধ্যেই নিহিত: “পরমেশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করলেন, পরমেশ্বরেরই প্রতিমূর্তিতে তাকে সৃষ্টি করলেন: পুরুষ ও নারী করে তাদের সৃষ্টি করলেন। পরমেশ্বর তাদের আশীর্বাদ করলেন; এবং পরমেশ্বর তাদের বললেন, “ফলবান হও এবং বংশবৃদ্ধি কর” *(আদি ১: ২৭-২৮)*। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন- পুরুষ ও নারী করে, ভিন্নতর তবুও একে অন্যের পরিপূরক, যাতে সামগ্রিকভাবে একটি ‘আমরা’ গড়তে পারি যা সৃষ্টির ইতিহাসের বংশধারায় আরও অসংখ্য হওয়ার লক্ষ্যে পূর্ব নির্ধারিত। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রতিমূর্তিতে, তাঁর স্বয়ং ত্রিবিধ সত্তার প্রতিমূর্তিতে, বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি মিলন।

যখন আমরা অবাধ্যতায় ঈশ্বর থেকে দূরে সরে গিয়েছি, তিনি তাঁর দয়ার মাহাত্ম্যে আকাঙ্খা করেছেন পুর্নমিলনের একটি ব্যবস্থা করে দিতে, একক ব্যক্তি হিসেবে নয় কিন্তু একটি জনমণ্ডলী হিসেবে, একটি ‘আমরা’, যা কাউকে বাদ না দিয়ে সমগ্র মানব পরিবারকে আলিঙ্গন করা বুঝায়: “দেখ, মানুষের মাঝে ঈশ্বরের তাঁবু। তিনি তাদের মাঝে তাঁবু খাটাবেন, তারা হবে তাঁর আপন জনগণ, আর তিনি হবেন তাদের - সঙ্গে- ঈশ্বর” *(প্রত্যাদেশ ২১: ৩)*।

পরিত্রানের ইতিহাসে, এভাবে এর আরম্ভেই একটি ‘আমরা’ রয়েছে এবং এর চূড়ান্ত সীমায় একটি ‘আমরা’ রয়েছে এবং এর কেন্দ্রে - খ্রিস্টের নিগূঢ় রহস্যে, যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং পুনরুত্থান করেছেন যেন “তারা সকলেই এক হয়” *(যোহন ১৭: ২১)*। এতদসত্তেও, এই বর্তমান কাল মূর্ত করে যে, ঈশ্বরের আকাঙ্খার এই ‘আমরা’ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র হয়ে গিয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে এবং এর অবয়ব বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। চরম দুর্যোগের সময়ে এটা সর্বোচ্চ মাত্রায় দৃষ্টিগোচর হয়, যেমনটি এই চলমান মহামারিতে পরিলক্ষিত হচ্ছে। অদূরদর্শী ও আক্রমণাত্মক ধরণের জাতীয়তাবাদ *(দ্রষ্টব্য: ফ্রাতেল্লি তুত্তি, ১১)* এবং প্রগতিশীল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের *(দ্রষ্টব্য., ১০৫)* কারণে আমাদের ‘আমরা’ উভয়ক্ষেত্রে- এই বিস্তর জগতে এবং মণ্ডলীর মধ্যে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যাচ্ছে ও ফাটল ধরছে। এজন্য সর্বোচ্চ মূল্য দিতে হচ্ছে সে সকল মানুষকে যারা খুব সহজেই ‘অন্য লোক’ বলে পরিগণিত হয়: বিদেশী, অভিবাসী, প্রান্তিক, যারা দেশের প্রান্ত সীমানায় অস্তিত্বশীল।

সে যাই হোক, সত্য বিষয়টি হলো যে, আমরা সকলে একই নৌকায় রয়েছি এবং একত্রে কাজ করতে আহূত যেন আর কোন দেয়াল না থাকে যা আমাদের আলাদা করে রাখে, আর *অন্য লোক* বলে নয়, কিন্তু মাত্র একটি “আমরা” যা মানবকূলের সকলকে ধারণ করে। এভাবে আমি এই বিশ্ব দিবসটি কাজে লাগাতে চাই দু’টি আবেদন জানানোর মধ্যদিয়ে, প্রথমে কাথলিক বিশ্বাসীবর্গের কাছে এবং পরে আমাদের জগতের সকল পুরুষ ও নারীদের কাছে- একত্রে অগ্রসর হতে এক সদা বিস্তৃত “আমরা” অভিমুখে।

একটি মণ্ডলী যা অধিকতর রূপে “সর্বজনীন”

কাথলিক মণ্ডলীর সদস্যবর্গের জন্য এই আবেদন একটি অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্তি দান করে- আমাদের “সর্বজনীন” সত্তাগত দিক থেকে আরও বিশ্বস্ত হতে, যেমনটি সাধু পল এফেসীয় জনমণ্ডলীকে স্মরণ করে দিয়েছেন: “তোমাদের আহ্বান ক’রে পরমেশ্বর তোমাদের সকলেরই সামনে যে আশা তুলে ধরেছেন, সেই আশা যেমন এক, তেমনি খ্রিস্টের সেই দেহটিও এক আর পবিত্র আত্মাও এক; প্রভু এক, খ্রিস্টবিশ্বাসও এক, দীক্ষাস্নানও এক” (এফেসীয় ৪: ৪-৫)।

প্রকৃতপক্ষে, মণ্ডলীর সর্বজনীনতা এবং তাঁর বিশ্বজনীনতা প্রতিটি যুগের অঙ্গণে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে হবে ও প্রকাশ করতে হবে- প্রভুর ইচ্ছা ও অনুগ্রহ অনুসারে, যিনি যুগের শেষ দিন পর্যন্ত সবর্দা আমাদের সঙ্গে থাকবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন *(দ্রষ্টব্য: মথি ২৮: ২০)*। পবিত্র আত্মা আমাদের সক্ষম ক’রে তুলেন- প্রতিজনকে গ্রহণ করতে, বৈচিত্র্যের মাঝে মিলন প্রতিষ্ঠা করতে, বলপ্রয়োগ ক’রে এক ধরনের ব্যক্তিত্বহানিকর অভিন্নতা চাপিয়ে দেয়া ব্যতিরেকে সকল বৈসাদৃশ্যের সমন্বয় সাধন করতে। বিদেশী, অভিবাসী ও বাস্তুহারা লোকদের বৈচিত্র্যের সংস্পর্শে এসে এবং এই সাক্ষাৎ হতে উদ্ভূত আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপে আমাদের একটি সুযোগ এসে যায়- মণ্ডলী হিসেবে বেড়ে উঠতে এবং পারস্পরিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে। সকল দীক্ষিতজনেরা, তারা যে পর্যায়েই নিজেদের খোঁজে পায় না কেন, তারা অধিকারবলে একাধারে স্থানীয় মাণ্ডলিক সমাজের সদস্য এবং একই ঘরে বসবাসরত ও এক পরিবারের অংশীদারী হিসেবে এক মণ্ডলীর সদস্য।

কাথলিক বিশ্বাসীবর্গ ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে আহূত, প্রতি জন তার নিজের সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, মণ্ডলীকে আরও বেশি সর্বজনীন করতে, যেহেতু যিশু খ্রিস্ট কর্তৃক প্রেরিত শিষ্যদের উপর আরোপিত প্রৈরিতিক দায়িত্ব মণ্ডলী পালন করেন: “স্বর্গরাজ্য এখন খুব কাছেই! পীড়িত মানুষকে সারিয়ে তোল তোমরা, মৃত মানুষকে বাঁচিয়ে তোল, কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় কর, যত অপদূতকে তাড়িয়ে দাও। বিনা মূল্যে যা পেয়েছ, বিনা মূল্যেই তা দিয়ে যাও” *(মথি ১০: ৭-৮)*!

আমাদের সম-সাময়িককালে মণ্ডলী আহ্বান পায় পথে বেড়িয়ে পড়ার, প্রান্তসীমার প্রতিজন অধিবাসীর নিকটে তাদের ক্ষত সারিয়ে তুলতে, পথভ্রষ্টকে খুঁজে বের করতে, কুসংস্কার ও ভয় মুক্ত হয়ে, ধর্মান্ধতা পরিহার করে, কিন্তু প্রস্তুত হয়ে, তাঁর তাঁবু প্রসারিত করে প্রতিজনকে সাদরে গ্রহণ করতে। বিদ্যমান ঐ প্রান্তসীমায় বসবাসরতদের মধ্যে আমরা খুঁজে পাই অনেক অভিবাসী, শরণার্থী, বাস্তুহারা এবং মানব পাচারের শিকারগ্রস্থ লোক, যাদের প্রতি প্রভু আকাঙ্খা করেন তাঁর ভালবাসার প্রকাশ ঘটাতে ও তাঁর পরিত্রাণের সুসমাচার প্রচার করতে। "সাম্প্রতিককালে অভিবাসীদের অত্যধিক সমাগম প্রেরণকাজের একটি নতুন "জনবসতিপূর্ণ ক্ষেত্র" হিসেবে লক্ষ্য করা যেতে পারে, একটি বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত সুযোগ পরিবারে যিশু খ্রিস্টকে ও সুসমাচারের বাণী প্রচার করতে এবং অন্য ধর্মের সমাজগুলোতে ভালবাসা ও গভীর সম্মানের কাজের মধ্যদিয়ে খ্রিস্ট বিশ্বাসের বাস্তব সাক্ষ্য বহন করতে। অন্য মণ্ডলী এবং অন্য ধর্মের অভিবাসী ও শরণার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ-এর দিকটি, উন্মুক্ত ও সমৃদ্ধিপূর্ণ আন্তঃমাণ্ডলিক ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপের বৃদ্ধিকল্পে একটি উর্বর ক্ষেত্রের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়"(*অভিবাসীদের পালকীয় যত্নদানে জাতীয় পরিচালকদের উদ্দেশ্যে দেয়া বাণী*, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭)।

চিরকালের এক সর্বজনীন বিশ্ব

আমি এই আবেদনও জানাই সকল পুরুষ ও নারীদের সদা বিস্তৃত 'আমরা' অভিমুখে একত্রিত যাত্রায়, মানব পরিবারের নবায়ন করতে, একত্রে শান্তি ও ন্যায্যতার একটি ভবিষ্যত গড়তে, এবং নিশ্চিত করতে যে, কেউ যেন বাদ না পড়ে যায়।

আমাদের সমাজের একটি "বর্ণিল" ভবিষ্যৎ হবে, বৈচিত্র্যে ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে সমৃদ্ধ হবে। বাস্তবিকপক্ষে, অবশ্যই আমাদের এমনকি এখন থেকে মিলে-মিশে ও শান্তিতে একত্রে বসবাস করায় অভ্যস্থ হতে হবে। আমি সবর্দাই প্রেরিতগণের কার্যাবলীর সেই দৃশ্য উপলব্ধি করি, যখন মণ্ডলীর "বাপ্তিস্মের" দিনে পঞ্চাশত্তমীর ঘটনায়, পবিত্র আত্মার অবতরণের ঠিক পরেই জেরুশালেমের জনগণ পরিত্রাণের ঘোষণা শুনতে পায়:"আমরা .... পার্থিয়া, মেদিয়া এবং এলামের মানুষ আছি, আবার মেসোপটেমিয়া, যুদেয়া ও কাপ্পাদোসিয়া, পন্তাস ও এশিয়া, ফ্রিজিয়া ও পাম্ফিলিয়া, মিশর ও সিরিয়ার সাইরিনি অঞ্চলের মানুষ এবং রোম অধিবাসী-- ইহুদী, ইহুদীধর্মাবলম্বী উভয়েই --এবং ক্রীট ও আরব দেশের মানুষ, এই আমরা শুনতে পাচ্ছি, ওরা আমাদের নিজ নিজ ভাষায় ঈশ্বরের মহাকীর্তির কথা বলছে" *(২: ৯-১১)*।

এটা হলো নতুন জেরুশালেমের আদর্শ *(দ্রষ্টব্য: ইসায় ৬০; প্রত্যাদেশ ২১: ৩)* যেখানে সকল জনগণ একত্রিত হয়ে শান্তিতে ও মিলে-মিশে ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা ও সৃষ্টির বিস্ময়কর দিক স্মরণে গুণকীর্তন করছে। এই আদর্শ অর্জনে সব ধরণের প্রচেষ্টা নিতে হবে আমাদের মধ্যকার দেয়ালগুলো গুড়িয়ে দিতে যা আমাদের আলাদা করে রাখে এবং আমাদের মধ্যকার গভীর আন্তঃব্যক্তিক সংযোগের সত্যতার দিকটি মেনে নিয়ে সেতুবন্ধন গড়তে হবে যা একটি পারস্পরিক সাক্ষাতের কৃষ্টি বাড়িয়ে তুলবে। বর্তমানকালের অভিবাসী অভিযানগুলো আমাদের জন্য একটি সুযোগ দান করে আমাদের ভয় দূরীভূত করতে এবং প্রতিজন ব্যক্তির বিচিত্র দানের প্রাচুর্য্যে আমাদের সমৃদ্ধ করতে। তাহলে, যদি আমরা এমনটি চাই, আমরা সীমারেখাগুলোকে সাক্ষাতের সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করতে পারি, যেখানে সদা বিস্তৃত "আমরা"-এর অলৌকিক ঘটনাটি ঘটবে।

বিশ্বের সকল নারী ও পুরুষকে আমি নিমন্ত্রণ জানাই প্রকৃতি প্রদত্ত দানের যথাযথ ব্যবহার করতে যে, সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণ এবং এর সৌন্দর্য্য বর্ধন করার দায়িত্ব যা প্রভু আমাদের উপর অর্পণ করেছেন। "একজন সম্ভ্রান্ত লোক দূর দেশে গেলেন, লক্ষ্য ছিল, রাজ-মর্যাদা পেয়ে তিনি ফিরে আসবেন। তিনি নিজের দাসদের মধ্য থেকে দশজনকে ডেকে তাদের দশটা মোহর দিয়ে বললেন, আমি যতদিন না ফিরে আসি, তোমরা ততদিন ব্যবসা কর" *(লুক ১৯: ১২-১৩)*। প্রভুও একদিন আমাদের কাজের হিসাব দাবী করবেন! আমাদের সর্বজনীন আবাসের যথাযথ যত্নের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে আমাদেরকে অবশ্যই একটি 'আমরা' হতে হবে যা অত্যন্ত বিস্তৃত এবং আরও সহযোগিতাপূর্ণ, এই গভীর দৃঢ় বিশ্বাসে যে, আমাদের এই পৃথিবীতে যা কিছু মঙ্গলকর সাধন করা হয় তা-ই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য করা হয়। আমাদের বিষয়টি একটি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চেতনা, যা আমাদের উদ্ধুদ্ধ করে সকল ভাই-বোনদের যত্ন নিতে যারা অবিরাম কষ্টভোগ করতে থাকে, এমনকি যখন আমরা আরও একটি টেকসই, ভারসাম্যপূর্ণ ও সর্বজনীন উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাই। একটি দৃঢ় বিশ্বাস যা অধিবাসী ও ভিনদেশী, স্থানীয় ও অতিথির মধ্যকার কোন বৈষম্যের জন্ম দেয় না, যেহেতু এটি একটি সম্পদের ব্যাপার যা আমরা সম্মিলিতভাবে অধিকারপ্রাপ্ত হই, কে যত্ন নিচ্ছে ও কে উপকৃত হচ্ছে- এদের থেকে কাউকে বাদ দেয়া উচিত হবে না।

স্বপ্নের শুরু

প্রবক্তা যোয়েল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ত্রাণকর্তার আগমন হবে পবিত্র আত্মার প্রভাবে স্বপ্ন ও দর্শন লাভের একটি মুহূর্তে: "আমি সমস্ত মর্তদেহের উপর আমার আত্মা বর্ষণ করব; তোমাদের ছেলেমেয়ে সকলেই নবী হয়ে উঠবে, তোমাদের প্রবীণেরা স্বপ্ন দেখবে, তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাবে" *(যোয়েল ২: ২৮)*। আমরা একত্রে নির্ভয়ে স্বপ্ন দেখতে আহ্বান পেয়েছি, একটি মাত্র মানব পরিবার রূপে, একই যাত্রার সঙ্গীরূপে, একই পৃথিবী যা আমাদের সর্বজনীন আবাস- এর পুত্র ও কণ্যা রূপে, ভাই-বোন সকলে *(দ্রষ্টব্য: ফ্রাতেল্লি তুত্তি ৮)*।

প্রার্থনা

পুণ্য, প্রিয় পিতা,
তোমার পুত্র যিশু আমাদের শিখিয়েছেন
যে, স্বর্গে মহা আনন্দ-উৎসবের সাড়া পড়ে
যখন হারিয়ে যাওয়া কোন ব্যক্তিকে ফিরে পায়,
যখন বহিষ্কৃত, প্রত্যাখ্যাত, অথবা অবাঞ্চিত কোন ব্যক্তিকে
আমাদের "আমরা"- এর মধ্যে সম্মিলিত করা হয়,
ফলশ্রুতিতে তাই হয়ে উঠে সদা বিস্তৃত।

আমরা তোমাকে অনুনয় করি,
যিশুর অনুসারীদের এবং শুভ ইচ্ছায় পরিচালিত সকল মানুষকে
মর্তে তোমার ইচ্ছা পালনে দান কর অনুগ্রহ।
আশীষ দিও সাদরে গ্রহণের প্রতিটি কর্মে এবং প্রসারতায়
যা নির্বাসিতদের টেনে আনে
সমাজ ও মণ্ডলীর এই "আমরা" অভ্যন্তরে,
আমাদের পৃথিবী যেন সত্যিকারে যথোপযুক্ত হয়
যা হয়ে উঠতে তুমি নিজেই সৃষ্টি করেছ:
আমাদের সকল ভাই ও বোনের সর্বজনীন আবাস। আমেন।

রোম, সাধু যোহনের মহা মন্দির, ৩ মে ২০২১, সাধু ফিলিপ ও প্রেরিত শিষ্য সাধু যাকোবের পর্ব

পোপ ফ্রান্সিস

(অনুবাদ: ফাদার লুক কাকন কোড়াইয়া)

ভয়েস অব দি মাইগ্রেন্ডস্ - অভিবাসীদের কণ্ঠস্বর

জ্যোতি গমেজ

বর্তমান সময়ের একটি বৈশ্বিক সমস্যা হলো অভিবাসন ও শরণার্থী ইস্যু। উন্নত জীবন, নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রত্যাশায় কোন ব্যক্তি যখন নিজ এলাকা কিংবা দেশ ছেড়ে অন্য এলাকায় কিংবা অন্য দেশে গিয়ে জীবন-যাপন করে তখন উক্ত ব্যক্তি অভিবাসনের আওতায় পড়ে। সবাই আমরা উন্নত জীবনে প্রত্যাশী। এখন প্রশ্ন হলো - এই অভিবাসী জনগণ তাদের সেই উন্নত জীবনের প্রত্যাশা কতটুকু পূরণ করতে পারছে? বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর প্রাদুর্ভাবের কারণে অভিবাসন সম্পর্কিত সমস্যার কথা একটু আড়ালে চলে গেলেও অভিবাসন সমস্যা কোন নতুন ইস্যু নয়। মানব জীবনের সূচনালগ্ন থেকেই এ অভিবাসন প্রক্রিয়া চলমান। তবে এর ব্যাপ্তি, সমস্যার ধরন, ব্যাপকতা এবং মানবিক বিপর্যয় এখন পূর্বের যেকোন সময়ের তুলনায় ভয়াবহ। তাই পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বারংবার অভিবাসন ও শরণার্থী ইস্যুতে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন এবং এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় সম্পর্কে জাগ্রত ও উদ্দীপ্ত করছেন।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস গৃহহারা, বাস্তুচ্যুত, চরম দারিদ্রের শিকার, নির্যাতন, বৈষম্য, পাচার ইত্যাদির কারণে অভিবাসী, ভূ-রাজনীতি ও যুদ্ধের কারণে উদ্বাস্তু, শরণার্থী মানুষদের যারা সাদরে গ্রহণ, সুরক্ষা, উন্নয়ন ও সংগঠিত করছেন, তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন এবং ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, **১০৭তম বিশ্ব অভিবাসী ও শরণার্থী দিবস** উদ্‌যাপনের জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান রেখেছেন। পোপ মহোদয় এ বছর অভিবাসী ও শরণার্থী জনগণের সাথে একাত্মতা, একীভূত, একসাথে যাত্রার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ঘোষণা করেছেন, **ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হবার লক্ষ্যে 'আমরা' (Towards An Ever Wider, We)**। অভিবাসী জনগণকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপবাসী না ভেবে আমাদের অস্তিত্বের অংশ হিসাবে দেখা। মানবব্যক্তি ও মানবজাতি হিসাবে ক্ষুদ্র ও বৃহত্তর পরিমন্ডলে তাদেরকে আমাদের অংশ, আমাদের ভাইবোন, আমাদের প্রতিবেশির মর্যাদায় স্থান দেয়া। অভিবাসী ও বাস্তুচ্যুত জনগণের সাথে একাত্মতা প্রকাশ, একসাথে যাত্রার অর্থ হলো তাদের সম্পর্কে জানা, তাদের কষ্ট, ক্ষত, অবস্থা গভীরভাবে উপলব্ধি করা এবং তাদের বিদ্যমান অবস্থা ও অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তনে কার্যকরভাবে সাড়া প্রদান। আজকের লেখায় শত-সহস্র অভিবাসীদের মধ্য থেকে কয়েকটি অভ্যন্তরীণ অভিবাসী পরিবারের না বলা গল্প প্রতিবেশীর পাঠকদের জন্য নিয়ে তুলে ধরছি। আশা করি, তাদের কণ্ঠস্বর জাগ্রত করবে আমাদের বিশ্ব বিবেককে, আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়িত্ববোধকে। একইসাথে পুণ্য পিতা পোপ মহোদয়ের আহ্বান জাগতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে আমাদের প্রেরণা ও শক্তি যোগাবে অভিবাসীদের সাথে ব্যাপক, বৃহত্তর পরিবার, সমাজ হিসাবে পথ চলতে, তাদের যত্ন ও উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পরিসরে কার্যকরভাবে সাড়া দিতে।

কেইস-১: আমি শিল্পী চিসিম, স্থায়ী নিবাস ভুটিয়া গ্রাম, মধুপুর, টাঙ্গাইল। স্বামী-স্ত্রী আর দুই ছেলে নিয়ে আমাদের চার সদস্যের পরিবার। গ্রামে বসতবাড়ীতে সবজী ও ফলের বাগান করে জীবিকা নির্বাহ করতাম। কিন্তু জীবন ধারণ, পরিবারের খরচ মিটানো ছিল অনেক কষ্টকর। বিধায় উন্নত জীবনের

প্রত্যাশায়, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষতের কথা বিবেচনা করে ঢাকা শহরে আসি। বর্তমানে ঢাকার মিরপুর-২ এলাকার বড়বাগে অন্য একটি পরিবারের সাথে সাবলেট হিসাবে ভাড়া থাকি। শহরে আসার পর প্রথমে অন্যের বিউটি পার্লারে স্বল্প মাসিক বেতনে কাজ করি। কিন্তু সেই মাসিক বেতন দিয়ে রুম ভাড়া, সন্তানদের পড়াশুনা, চিকিৎসা ব্যয় ও পরিবারের অন্যান্য খরচ মিটানো সম্ভব হচ্ছিল না। তাই আরও বেশি টাকা রোজগারের আশায় কিছু ঋণ নিয়ে নিজেই ছোট একটি পার্লার শুরু করি । করোনা ভাইরাস শুরুর আগ পর্যন্ত ব্যবসা খুব ভালই চলছিল। কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে লকডাউন শুরুর পর থেকেই পার্লারের আয় কমতে থাকে। স্বামী একজন প্রাইভেটকার চালক। মাসিক বেতনে চাকুরী করেন। দু'জনের মাসিক আয় প্রায় পঁচিশ হাজার, ব্যয়ও বলতে গেলে প্রায় সমান সমান। উৎকণ্ঠায় দিন পার করছি, করোনা ভাইরাস কবে বিদায় হবে, কবে আবার কাস্টমার পার্লারে স্বাভাবিক আসা যাওয়া করবে।

উল্লেখ্য, শিল্পী চিসিম একজন গারো আদিবাসী নারী। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হিসাবে শহরের স্থানীয় বাঙ্গালী সম্প্রদায় তাদেরকে ভিন্ন চোখে দেখে। সন্তানদের বাসায় রেখে স্বামী-স্ত্রী দু'জনই কাজে চলে যায়। একজন আদিবাসী অভ্যন্তরীণ অভিবাসী হিসাবে সবসময় নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। যে স্বপ্ন নিয়ে শহরে অভিবাসী হয়েছিলেন, মাঝে মধ্যে মনে হয় সব কিছু ফিঁকে হয়ে যাচ্ছে। জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার জন্য পারিপার্শ্বিকতার সাথে মানিয়ে চলার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ছেলেমেয়েদের সুস্থ বিকাশের জন্য যে পরিবেশ দরকার তা তারা পাচ্ছে না। ঘরবন্ধি থেকে সন্তান মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। ভয় ও আতংকে অন্যদের সাথে মিশতে দিতে পারেন না। স্থানীয় চার্চের সাথে যোগাযোগ আছে, তবে কাজের ব্যস্ততার কারণে সব সময় যেতে পারেন না। নিজস্ব কৃষ্টি কালচার চর্চার সুযোগ খুবই সীমিত। নিজস্ব সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে যোগাযোগ হয় তবে কোন সমস্যায় পড়লে স্থানীয় কার কাছে যাবে কিভাবে উদ্ধার পাবে জানতে চাইলে কোন সঠিক উত্তর দিতে পারেনি।

কেইস-২: আমি দুর্বা রেমা, একজন গারো আদিবাসী নারী। গ্রামের বাড়ী ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলার গজারীচালা গ্রামে। পারিবারিক আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে পড়াশুনা করতে পারিনি। তিন মেয়েসহ পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। গ্রামে কোন কাজের সুযোগ না থাকায় ভাল রোজগার ও উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় পরিবারের সবাইকে নিয়ে ঢাকা শহরে আসি। বর্তমানে ঢাকার মিরপুর-১০, কাজীপাড়া এলাকার কাঠালতলায় ছোট্ট একটি রুম ভাড়া নিয়ে থাকি। বর্তমানে স্বল্প মাসিক বেতনে একটি বিউটি পার্লারে চাকুরী করি। স্বামী ইনসেপ্টা কোম্পানীতে গাড়ীচালক হিসাবে কাজ করে। দু'জনের মাসিক আয় প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। কিন্তু এই টাকায় রুম ভাড়া, তিন মেয়ের পড়াশুনার খরচ, চিকিৎসা খরচ এবং পরিবাবেরর আনুসঙ্গিক খরচ মিটানোর পর হাতে কিছুই থাকে না।

উল্লেখ্য, আদিবাসী অভিবাসীদের স্থানীয়

বাঙ্গালী কমিউনিটি স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে চায় না। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। কাজে আসা-যাওয়ার পথে নানাভাবে টিজ করে। সব সময় সামাজিক, পারিবারিক নিরাপত্তাহীনতায় থাকতে হয়। দুর্বা জানায়, "গারো সমাজে মেয়েদের নিয়ে কোনদিন নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে হয়নি। কিন্তু শহরে এসে সব সময় আমার এবং মেয়েদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তায় থাকি। কেননা কাজের জন্য আমরা দু'জনই বেশিরভাগ সময় বাইরে থাকি। তাই সব সময় মনের মধ্যে একটা ভয় কাজ করে, কখন যে কি হয়!" দুর্বার ভাষ্য মতে, "প্রত্যাশা অনুযায়ী বাস্তবতার প্রাপ্তি খুবই সামান্য। কারণ অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার জন্য মেয়েদের ভাল স্কুলে ভর্তি সম্ভব নয়। প্রত্যাশা অনুযায়ী কর্মসংস্থান ও আয়-রোজগার নেই। মিশনারী স্কুলের বাইরে আদিবাসী ছেলে-মেয়েরা নানা-ধরনের বৈষম্য ও মানসিক চাপের মধ্যে থাকে, যা পড়াশুনায় ও শারীরিক-মানসিক বিকাশে বিঘ্ন ঘটায়। একটা অপরিচিত পরিবেশে অভিবাসীদের প্রতি স্থানীয়দের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ও বিকাশের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি খুবই জরুরী। কারণ আমরাও এ সমাজ ও দেশের উন্নয়নে নানাভাবে অবদান রাখছি। এটা বিবেচনায় নিয়ে আমাদের নিরাপত্তা ও উন্নয়নে স্থানীয় মানুষের ও প্রশাসনের সহযোগিতা খুবই দরকার।"

কেইস-৩: আমি কমল রিবেরু (৫৫), স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম: রাঙ্গামাটিয়া, পো: অ: রাঙ্গামাটিয়া, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর। আমার স্ত্রী, মেয়ে দুই নাতিসহ পরিবারে আমরা ৫ জন। পেশায় চা, পান আর সিগারেট বিক্রেতা; গুলশান, বাড্ডা, রামপুরা, নতুন বাজার এলাকায় ঘুরে ঘুরে চা, পান আর সিগারেট বিক্রি করি। বর্তমানে থাকি রোড় নং- ২, ওয়ার্ড নং- ৪০, সুলমাইত, স্বর্ণকার বাড়ী, ভাটারা। আমার একমাত্র মেয়ে মুন্নি রিবেরু (৩২), বাসা বাড়ীতে কাজ করে আমাকে সংসার চালাতে সাহায্য করে। বিয়ে হয়েছিল তুমিলিয়া মিশনের চড়াখোলা গ্রামে। কিন্তু স্বামীর সাথে বনিবনা হয় নাই বিধায় দুই ছেলেকে নিয়ে আমার কাছে চলে এসেছে। আমার স্ত্রী অসুস্থ, বিছানায় শয্যাশায়ী, বিছানা থেকে উঠতেই পারে না। মেয়ের জামাই তার স্ত্রী ও তার দুই ছেলের কোন খবর নেয় না। তাদের খাবার, পড়াশুনা ও চলার কোন খরচ দেয় না। আমি চা বিক্রি করি আর মেয়ে বাসাবাড়িতে গৃহপরিচালিকার কাজ করে। দু'জনে মিলে মাসে ৯,০০০ টাকার মত আয় করি। এর মধ্যে মাসে ঘর ভাড়া দিতে হয় ৬,০০০ টাকা। বাকি টাকা দিয়ে খাবার, স্ত্রীর ঔষধ, নাতিদের পড়াশুনা, ইত্যাদি খরচ চালাতে আমার খুবই কষ্ট হয়।

আমি গ্রামের বাড়িতে চড়া সুদে মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তা পরিশোধ করতে না পেরে অনেক টাকা ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ি। বাড়ি-ঘর, ভিটা-মাটি, সব ফেলে রেখে ঢাকায় চলে আসি। ঢাকায় এসে প্রথমে দারোয়ানের চাকরি করেছি, তারপর গার্মেন্টসে সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে কয়েক বছর কাজ করেছি। একটা

চশমা কোম্পানিতেও পিয়ন হিসেবে ছিলাম কয়েক বছর। কিন্তু করোনা মহামারিতে কোম্পানীটি বন্ধ হয়ে গেলে আমার চাকরিটাও চলে যায়। এরপর থেকে বিগত দুই বছর যাবৎ আমি শহরে ঘুরে ঘুরে চা, পান, সিগারেট বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছি। মাসে যা আয় হয় তার থেকে ব্যয় আরও অনেক বেশী। সব মিলিয়ে সংসার চালাতে একেবারেই হিমশিম খেতে হয়।

শহরের সমাজের মানুষ আমাদেরকে তেমন ভালভাবে দেখেনা। আমাদের সামাজিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সক্ষমতা নেই। কর্মসংস্থানের উন্নয়নের কোন সম্ভাবনাও দেখি না। অভাব-অনটনে সামাজিক, ধর্মীয় কর্মকান্ডেও জড়িত হওয়ার সুযোগ পাই না। উপরন্তু কেউ আমাদের খবরও রাখে না। সরকারি সুযোগ/সুবিধার কোন খোঁজ জানি না। আমাদের কষ্টের কোন শেষ নেই . . . .

কেইস- ৪: আমি ডমিনিক ডায়েস (৪৩), ডাক নাম তুষার, স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম: নারায়নপুর, পো: অ: সোনাপুর, থানা: সদর

থানা, জেলা: নোয়াখালী। পেশায় রিক্সা চালক। বর্তমানে মাকে নিয়ে সলিমুদ্দিন রোড, প্লট নং- ২২, ভাটারা থানার অধীনে বসবাস করছি। ছয় বছর বয়সে আমার বাবা মারা যান। বাবা মারা যাওয়ার পরে মা মানুষের বাড়িতে বুয়ার বা ঝিয়ের কাজ করে আমাদের দুই ভাইকে বড় করেন। শত অভাব অনটনের মধ্যে মা আমাকে এসএসসি পর্যন্ত পড়ান। এসএসসি পরীক্ষা লিখি কিন্তু পাশ করতে পারিনি। এরই মধ্যে মা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। গ্রামের বাড়ির সব জায়গা-সম্পত্তি বিক্রি করে মায়ের চিকিৎসা করাই। সংসারের অভাব অনটনে কাজে নামতে হয়। তাই আর পড়াশুনা করা হয়ে উঠেনি। এক পর্যায় গ্রামের বাড়িতে থাকার জায়গা ও আয়-রোজগার না থাকায় মা আর ভাইকে নিয়ে শহরে চলে আসি।

শহরে এসে আমি অনেক ধরনের কাজ করি। সিকিউরিটি গার্ডের কাজ, তারপর অনেকদিন যোগালী কাজ করেছি। বিল্ডিং এর নির্মাণ শ্রমিক/লেবার হিসাবে কাজ করেছি। কিন্তু, কোন কাজেই বেশিদিন টিকতে পারিনি। ফলে সংসারও ঠিক মত চলে না। বিগত চার বছর যাবৎ ভাড়ায় রিক্সা চালাই। প্রতিদিন রিক্সার জন্য মালিককে ভাড়া দিতে হয় ১০০ টাকা, আমার খাবার খরচ ২০০ টাকা অর্থাৎ সারা দিন রিক্সা চালিয়ে আমি যদি ৫০০ টাকা রোজগার করি তাহলে আমার হাতে থাকে মাত্র ২০০ টাকা। একটু ভাল থাকার আশায় গ্রাম ছেড়ে শহরে আসা কিন্তু শহরে এসেও কষ্টের অন্ত

নেই। আমার বিশেষ কোন কাজের দক্ষতাও নেই।

আমার ছোট ভাই বিয়ে করে বউ নিয়ে আলাদা থাকে। ওদের দু'টো ছেলে রয়েছে। সে একটা কোম্পানীতে সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করে কোন রকমে বউ-বাচ্চা নিয়ে খেয়ে না খেয়ে দিন পার করছে। যা আয় করে তা দিয়ে নিজেরই চলে না। তাই আমাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারে না। আমাকে ঘর ভাড়া দিতে হয় ৫,০০০ টাকা। পানি, গ্যাস ও বিদ্যুতের বিল আলাদা, খাবার খরচ, মায়ের ঔষধ সব মিলিয়ে প্রতিমাসে যে ১০,০০০ টাকা থেকে ১৫,০০০ টাকা আয় করি তার থেকে আরও বেশি খরচ হয়ে যায়। এসব করতে করতে আমারও আর বিয়ে করা হয়ে উঠেনি। আমি অবিবাহিত, মাকে নিয়ে থাকি।

সারা বছরে একবার কি দু'বার গির্জায় যাবার সুযোগ হয়। আমি সারাদিন রিক্সা চালাই, কাজে ব্যস্ত থাকি, শরীর ক্লান্ত থাকে তাই বাসায় এসেই ঘুমিয়ে পড়ি। আশে-পাশের মানুষের সঙ্গে আমার তেমন কোন যোগাযোগ নেই। কেউ খবরও রাখে না। মা এখনো অসুস্থ, প্রতিমাসে তার অনেক টাকার ঔষধ লাগে। অর্থনৈতিক সক্ষমতা কিংবা সামাজিক নিরাপত্তা কোনটাই নেই বললেই চলে। কেবল গায়ে-গতরে বেঁচে। যেখানে জীবনের কোন আনন্দ নেই, ছন্দ নেই, স্বপ্ন নেই। এটাকে বেঁচে থাকা বলে না। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ পুনঃপুন লকডাউনের কারণে জীবন বিপর্যস্থ। দু'চোখে অন্ধকার দেখছি, সামনের দিনগুলো কিভাবে বেঁচে থাকব জানি না।

উপরোক্ত চারটি পরিবারের দেশের অভ্যন্তরে অভিবাসী হওয়ার পিছনের গল্প ও তাদের জীবন সংগ্রাম পারবে কি আমাদের হৃদয়-মনকে স্পর্শ করতে! জীবন বড়ই অনিশ্চিত। আমরা কে কখন কি পরিস্থিতির মুখোমুখি হবো কেউ বলতে পারিনা। অতি সম্প্রতি আফগানি স্থানে তালেবানের দখলের পরিবর্তিত পরিস্থিতি আমাদের কি বার্তা দেয়। যারা কিছুদিন পূর্বেও দেশ ত্যাগের কথা ভাবতে পারেনি, তালেবানের দখলের পর তারাই দেশ ছাড়তে মরিয়া। যাদের সব কিছু ছিল আজ তারা নিঃস্ব। বিদেশি সৈন্যদের সহায়তায় দেশ ছেড়েছেন। পৃথিবীর আরো নানা দেশে নানা জায়গায় এই ধরনের মানবিক বিপর্যয় ঘটছে।

এছাড়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নদীভাঙ্গন, দারিদ্রতা, প্রভাবশালীদের অত্যাচার-শোষণ, নির্যাতন, বৈষম্য, পাচার ইত্যাদির কারণে প্রতিনিয়তই মানুষ অভিবাসী হচ্ছে। নতুন জায়গায়, নতুন পরিবেশে অভিবাসী মানুষ নিয়ত বেঁচে থাকার এবং অভিযোজন করার সংগ্রামে লিপ্ত। সেক্ষেত্রে আমরা যারা স্থানীয় মানুষ, হোস্ট কমিউনিটি - অভিবাসীদের প্রতি আমাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, তাদেরকে সাদরে গ্রহণ, সম্ভাষণ, বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়ানো, নিরাপত্তা দেয়া, আশ্রয় ও জীবিকার সুযোগ করে দেয়া, ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার সুযোগ, স্থানীয় সমাজের কাজে যুক্ত করা, এসব করার মধ্যেদিয়ে অভিবাসী ভাইবোনদের আমরা যত্ন নিতে পারি, তাদের প্রতি মানবিক আচরণ ও সাড়া দিতে পারি। একাত্মতা প্রকাশ ও প্রতিবেশি হয়ে উঠতে পারি। দুর্যোগে স্থানীয়ভাবে সকলের অংশগ্রহণে তহবিল সৃষ্টি করে দুর্গতদের সহায়তা করতে পারি। করোনা মহামারির এ দুঃসময়ে ঢাকা কাথলিক আর্চ-ডাইয়োসিস এবং কারিতাস না খেয়ে আছে বা তীব্র খাদ্য সংকট মোকাবেলা করছে এমন বহু অভিবাসী পরিবারের প্রতি সহায়তা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। একইভাবে আসুন, পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা ব্যক্তিগতভাবে এবং স্থানীয় সমাজ হিসাবে অভিবাসী বিপদগ্রস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াই। মানবিকভাবে তাদের বেঁচে থাকার পথ সুগম করি **'ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হবার লক্ষ্যে "আমরা"**। আমরা যখন একত্রে থাকি, তখন আরো বেশি শক্তিশালী আমরা। তাই সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে **'পরিবর্তন'** সম্ভব॥ ৯০

৯ম মৃত্যুবার্ষিকী

"মৃত্যু নিয়ে জীবনের থাকুক না যতই শঙ্কা-সংশয়
মৃত্যুর হাত ধরেই সূচিত জীবন এ বিশ্বাসে ধরা হউক নির্ভয়।"

প্রয়াত দিপালী ডলোরীটা পালমা
জন্ম : ৪ আগস্ট, ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২০ সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : দড়িপাড়া (পজুগ বাড়ি)
কালীগঞ্জ, গাজীপুর

দেখতে-দেখতে চলে এলো ২০ সেপ্টেম্বর। ২০১২ খ্রিস্টাব্দের এই দিনে আমাদের সকলকে শোক সাগরে ভাসিয়ে তুমি চলে গেছ পরম পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে। তোমার শোক বয়ে কিভাবে যে নয়টি বছর অতিবাহিত হয়ে গেল বুঝতেই পারিনি।

তারপরও বিশ্বাস করি, ঈশ্বর তাঁর বাগানের সেরা ফুলটিই তুলে নিয়েছেন তাঁর ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখার জন্য। আজ এই বিশেষ দিনটিতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাকে সর্বদাই তাঁর ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখেন এবং তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা কর যেন আমরা সর্বদা মিলে-মিশে একে-অন্যকে ভালবেসে আগামী দিনগুলো তোমার আদর্শে অতিবাহিত করতে পারি। তুমি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা ও আশীর্বাদ করো।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
স্বামী : অনিল ফ্রান্সিস গমেজ

বিজ্ঞ/১৪৫/২১

নারী পাচার রোধে আমাদের করণীয়

অনিতা মার্গারেট রোজারিও

নারী পাচার আমাদের সমাজের জন্য একটি দুষ্টক্ষত। গত কয়েক বছরে আমাদের দেশের বহু নারী বিদেশে পাচার হয়ে গেছে। পত্র-পত্রিকা এবং সংবাদ মাধ্যম থেকে নারী পাচারের বহু খবর ও তথ্যাদি পাওয়া যায় যা আমাদেরকে মর্মাহত এবং বিচলিত করে। নারী পাচার ও বিক্রি করে একশ্রেণির দালাল আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন করছে। নারী পাচার হচ্ছে এক ধরনের সহিংসতা। আমাদের দেশের সহজ, সরল, দরিদ্র নারী পাচারকারী চক্রের হাতে পড়ে যায় সামান্য প্রলোভনে। মূলত অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের জন্যই ঘটছে এই ধরনের পাচারের ঘটনা।

কখনো কর্মসংস্থান ও খাদ্যের অভাব অর্থাৎ অর্থনৈতিক দূরাবস্থা এবং দারিদ্র্যের কারণে জীবন বাঁচাতে না পেরে, কখনো স্বামী বা সংসারের লোকদের নির্মম অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অন্ন-বস্ত্র সংস্থানের জন্য বাড়ি, গ্রাম ছেড়ে কোন কোন নারী আয়-রোজগারের জন্য পথে বের হয়। সেই মুহূর্তে কোথায় যাবে, কার কাছে যাবে, কিভাবে যাবে জানে না তারা। আর তখনই একশ্রেণির দালাল কাজের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে শহর-বন্দরে নারীদের অজানা-অচেনা স্থানে নিয়ে যায়। পতিতালয়ে বিক্রি করে বা বিদেশে পাচার করে দিয়ে দালালরা অর্থ রোজগার করে।

নারী পাচারের অন্যতম কারণগুলো হলো দরিদ্রতা, শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব, পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনদের অসাবধানতা ও অসতর্কতা, সমাজে মেয়েদের অবমূল্যায়ন। স্বামীর সংসার ছাড়া নারীরা মা-বাবা আত্মীয়স্বজনের সাহায্য সহযোগিতা, সহানুভূতি বা কোনো সুপরামর্শ না পেলে পাচারের শিকার হয়। বিদেশে সংস্কৃতিকর্মী হিসেবে নিয়ে গিয়েও বিক্রি করা হয় নারীদের। বহু উপায়ে, নানা কৌশলে নারী পাচার চলছে।

গত মে মাসের শেষে ভারতের বেঙ্গালুরুতে বাংলাদেশি এক তরুণীকে বিবস্ত্র করে নির্যাতনের ভিডিও দুই দেশের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে রীতিমত ঝাঁকুনি দিয়ে যায়। এরপর বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও তৎপর হয়ে গ্রেপ্তার করেন কয়েকজনকে এবং পাচারকারীদের একটি বড় চক্রকেও চিহ্নিত করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতদের স্বীকারোক্তি হতে জানা যায়, পাচারকারী চক্রটি এর মধ্যেই সহস্রাধিক নারীকে ভারতে পাচার করেছে। এই চক্র টিকটক এ্যাপের মাধ্যমে তাদের ভিকটিমদের চিহ্নিত করতো। ঐ চক্রের হাত থেকে পালিয়ে গত ৭ মে সাতক্ষীরা হয়ে দেশে পৌঁছান আরেক কিশোরী। টিকটক তারকা বানানোর প্রলোভন দেখিয়ে তাকে ভারতে নিয়ে গিয়েছিল পাচারকারী। কিন্তু সীমান্ত পার হওয়ার পরপরই শুরু হয় যৌন নিপীড়ন। ৭৭ দিন পর তিনি কৌশলে পালাতে সক্ষম হোন। গত পাঁচ বছরে ৫০০ নারী পাচার করেছে টিকটক ও ফেসবুক গ্রুপ এবং যাদের বয়স ১৮ থেকে ২২ বছর।

জাতিসংঘের এক পরিসংখ্যানে বিশ্বের ৩৪ শতাংশ নারী নিজ দেশেই পাচার হয়। আর ৩৭ শতাংশ আন্ত-সীমান্ত পাচারের শিকার। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আন্তর্জাতিক নারী পাচার চক্রের নজর বাংলাদেশে। তাদের জাল ছড়িয়ে আছে দেশজুড়ে। সবচেয়ে বেশি পাচার হচ্ছে পাশের দেশ ভারতে। এ ছাড়া রয়েছে সৌদি আরব, দুবাই, জর্ডান, লেবানন, মালয়েশিয়া। এশিয়ার মধ্যে নারী পাচার ঘটনার দিক থেকে নেপালের পরই বাংলাদেশের স্থান। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর সীমানা দিয়েই পাচার হয় বেশি। যশোরের বেনাপোল, সাতক্ষীরার শাকারা, ভোমরা, ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ, কক্সবাজার, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, রংপুর, রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের ছয়টি রুটসহ অন্তত ১৮টি রুট দিয়ে আশঙ্কাজনক হারে পাচার হচ্ছে নারী-শিশু। সীমান্ত দিয়ে নারী ও শিশুদের নিয়ে যাওয়া হয় ভারতে।

ইউনিসেফ ও সার্কের এক হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর প্রায় সাড়ে ৪ হাজার নারী-শিশু পাচার হয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত এ দেশ থেকে কমপক্ষে ১০ লাখ নারী ও শিশু পাচার হয়েছে। ২০২০ খ্রিস্টাব্দে মানব পাচারের যে ৩১২টি মামলার বিচার হয়, সেগুলোর ২৫৬টি ছিল নারী পাচার ও যৌন সহিংসতা-সংক্রান্ত। দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে আমরা চাই না বাংলাদেশ থেকে একজন নারীও পাচার হয়ে বিদেশে গিয়ে নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হোক। যে বাংলাদেশকে আমরা বিশ্বের একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই, সেই বাংলাদেশ কোনোভাবে নারী পাচারের গ্লানি বইতে পারে না। তাই নারী পাচার রোধে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে:

- ✓ নারী পাচারকারীদের সম্পর্কে পরিবারের সবাইকে সজাগ করা এবং পাচারের পরিণতি সম্পর্কে জানানো।
- ✓ স্কুল-কলেজসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতেও নারীপাচার রোধে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা বাড়াতে হবে।
- ✓ বিদেশগামী নারীদের সচেতনতা সৃষ্টিতে প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে।
- ✓ নারীদের বিদেশে পাঠানোর আগে তাদের কী কাজে পাঠানো হচ্ছে তার সঠিক তথ্য এজেন্সিগুলো থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাছে ডাটা আকারে থাকতে হবে।
- ✓ নারীপাচার রোধে আইন প্রয়োগে আরও কঠিন হতে হবে এবং সরকারের সাথে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কঠোর ভূমিকা পালন করতে হবে।
- ✓ সীমান্ত বা জল-স্থল ও আকাশ পথে নজরদারি বাড়াতে হবে। দেশের সীমানাগুলোতে কঠোর নজরদারি বাড়াতে হবে, যেন কোনো নারী দেশের বাইরে পাচারের শিকার না হন।
- ✓ কোনো নাগরিক যাতে অবৈধভাবে বিদেশে যাওয়ার নামে নিজেকে হত্যার পথ বেছে না নেন তার দিকে নজর দিতে হবে।
- ✓ টিকটক, বিগো লাইভ, লাইকিসহ কিছু মাধ্যমে জড়িত হচ্ছে কম বয়সী মেয়েরা। তারা যে প্রলুব্ধ হচ্ছে, তা থেকে তাদের বাঁচানোর জন্য সচেতনতা তৈরি করতে হবে। বিশেষ করে ওই মাধ্যমগুলোর ব্যাপারে তথ্য সঠিকভাবে আছে কি-না, সে ব্যাপারে তারা সচেতন কি-না তা ভাবতে হবে।
- ✓ নারী পাচার রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য গণমাধ্যম নিতে পারে বড় ধরনের ভূমিকা। গণমাধ্যমগুলো জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান ও সর্তকতা বাণী নিয়মিতভাবে প্রচার করতে পারে।
- ✓ জনসচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সকল ধর্মের ধর্মীয়নেতাদের সহযোগিতা নিতে হবে।
- ✓ সরকারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের ওপর আরও জোর দিতে হবে।

নারীরা কারো সন্তান, কারো বোন, কারো স্ত্রী এবং কারো মা। নারী পরিবারের মূল কেন্দ্র। নারীকে ঘিরেই আবর্তিত হয় সমাজ সংসার। এদের পাচার করলে পরিবার, ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, সকলেরই ক্ষতি। তাদের রক্ষা করতে হবে আমাদের সকলের স্বার্থেই। পরিবার সংসার, জীব-জগৎ রক্ষার জন্যই নারী পাচার রোধ করতে হবে। নারী পাচার রোধ করার জন্য আমাদের সকলকে একসাথে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে॥

তথ্যসূত্র: সংবাদ মাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়া

ঈশ্বরের উদ্দেশে গান গাওয়া

পিটার প্রভঞ্জন কারিকর

সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান করা অর্থ তাঁর কাছে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। তাঁর উদ্দেশে গান করা প্রকারান্তরে আনন্দে হর্ষধ্বনি করা যার অর্থ ঈশ্বরের প্রশংসা করা। যখন সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান করি তখন আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতির মধ্যে অবস্থান করি। সঙ্গীত এমন একটা শক্তি যা মানুষের মনের উপর বিদ্যুৎ প্রবাহের ন্যায় প্রভাব ফেলে। ছন্দময় মিষ্টি সুরের গান শুনার সঙ্গে সঙ্গে মনকে স্বিগ্ধতায় ভরে দেয়। বলা হয়ে থাকে যন্ত্রণাকাতর মনের জন্য সঙ্গীত ঔষধের মত কাজ করে। তাই সমস্ত শিল্পকর্মের মধ্যে সঙ্গীতকে ধর্মীয় মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা যায়। বলা যায় সঙ্গীত চর্চা করা হ'ল ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের সাধনা করা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন "শব্দকে সুর দিয়ে, লয় দিয়ে সংযত সম্পূর্ণতা দান করলে যে জিনিসটা পাওয়া যায় সেটাই হল সঙ্গীত। সংগীতটা হ'ল অমৃত।"

খ্রিস্টীয় উপাসনার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ঈশ্বরের প্রশংসা করা। আর এই প্রশংসা যদি গীত গান গাওয়ার মাধ্যমে হয় তবে তা সমবেতভাবে হয় জোরালো। ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রশংসায় সকলের অংশগ্রহণ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শুধু প্রশংসা গীত নয়, অন্যান্য গীত ও আত্মিক গীতও গান হিসাবে করা যায়। বাইবেলের পুরাতন নিয়মের প্রায় সব জায়গায় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গান করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যিশু খ্রিস্টের জন্মের সময় স্বর্গেও দূতগণ প্রশংসা গানে আনন্দে মাতোয়ারা হয়েছিল। উপাসকগণ উপাসনায় গান গাওয়াকে কোন ভাবেই আপ্যায়ন হিসাবে দেখত না কিন্তু উপাসনায় গান গাওয়াকে দেখা হ'ত ঈশ্বরের আরাধনা হিসাবে। যারা খ্রিস্টে বিশ্বাসী নয় তারা খ্রিস্টানদের উপাসনায় গান গাওয়াকে আপ্যায়ন হিসাবে গণ্য করে থাকেন। এই জাতীয় লোকেরা গান বাজনাকে অপবিত্র জ্ঞান করে। একদিন ফেসবুকে লক্ষ্য করলাম, কিছু অতি উৎসাহি লোকজন হারমনিয়াম তবলাতে অগ্নি সংযোগ করল। অগ্নি সংযোগের পর তাদের ভিতর একটা মিথ্যা কৃত্রিম তৃপ্তির মহড়া দেখতে পেলাম। পৃথিবীর কোন গ্রন্থে গান গাওয়াকে নিরুৎসাহিত করা হয়নি বরং বাইবেলের গীতসংহিতা পুস্তকের ৩৩ঃ ১-৩ পদে বলা হয়েছে "ধার্মিকগণ সদাপ্রভুতে আনন্দধ্বনি কর, তোমরা বীণাতে সদাপ্রভুর স্তব কর; তাঁহার উদ্দেশে গীত গাও, জয়ধ্বনিসহ মনোহর বাদ্য কর।" *ইফিষীয় ৫ : ১৯ পদ* "গীত, স্তোত্র ও আত্মিক সঙ্কীর্তনে পরস্পর আলাপ কর; আপন আপন অন্তঃকরণে প্রভুর উদ্দেশে গান ও বাদ্য কর।"

যিহিষ্কেল পুস্তকের ৩৩ : ৩২ পদে উল্লেখ আছে "তাহাদের নিকটে তুমি মধুর স্বরবিশিষ্ট নিপুণ বাদ্যকরের সুচারু সঙ্গীত স্বরূপ, তাহারা তোমার বাক্য শুনে, কিন্তু পালন করে না।" যিহুদার লোকেরা যিহিষ্কেলের ভবিষ্যদ্বানী শুনত কিন্তু তারা ঈশ্বরের বাক্যেও বাধ্যতা প্রদর্শন করত না। কেননা তাদের অন্তর তখন পর্যন্ত সদাপ্রভু থেকে বহু দূরে ছিল। তারা যিহিষ্কেলকে একজন মঞ্চের অভিনয়কারী হিসাবে মনে করত। ঈশ্বরের বাণীকে তোষামোদ বলে ধরে নিত। যিশু খ্রিস্টে বিশ্বাসীদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, যেন তারা ঈশ্বরের উপাসনাকে আপ্যায়নকারী মঞ্চের অভিনয় বলে সন্দেহ না করে। কিংবা অযোগ্য পালকেরা ঈশ্বরের উপাসনায় গান পরিবেশনকে মঞ্চের অভিনয় করে না তোলে। কিংবা গির্জা ঘরে উপাসনার নামে একটানা অন্তসারশুন্য আবেগহীন শুষ্ক কণ্ঠের উগ্র আওয়াজে পরিণত না করে তোলে। সুর, তাল, লয় এবং উপযুক্ত বাণী সম্বলিত ছন্দময় মধুর স্বরে পরিবেশিত হতে হবে সঙ্গীত, যা উপস্থিত লোকবৃন্দ ও স্রষ্টাকে বিমোহিত করে তুলবে। শুধু একগুচ্ছ কর্কশ, উচ্চ শব্দ বিশিষ্ট তাল-লয় বিহীন বিরক্তিকর অনুভুতির বিষয় না হয়ে যায়। ইদানিং কিছু মণ্ডলীর উপাসনালয়ে এই চিত্রই পরিলক্ষিত হচ্ছে যা মারাত্মক আপত্তিকর এবং সময়ের অপব্যবহার ছাড়া আর কিছু নয়। যেন নিয়ম পালন করাটাই মুখ্য বিষয়। সুরকারগণ একটা নিয়ম-নীতি মেনে নির্দিষ্ট তাল, লয় ও মাত্রার উপর সুর সৃষ্টি করে থাকেন। পরিচিত এবং বিখ্যাত অনেক সুরকারের গান আছে যার অনেক গানকে ইদানিংকালে কিছু অদক্ষ তাল-লয় এবং কান্ড জ্ঞানহীন মানুষ বিরক্তিকর সুরে ও ঝমঝমকারী করতাল, কড়া ঢোলের বেতাল আওয়াজে জগাখিচুড়ী শব্দ দূষণে পরিণত করে তুলছে। এদের গাওয়া গানে বাদী সমবাদী তালের কোন বালাই থাকে না। ছয় মাত্রা ছন্দের গানকে বারো মাত্রায় কিংবা চার মাত্রাকে ষোল মাত্রায় নিয়ে যেতে পারি না। কোন কোন উপাসনায় ক্যয়ার টিমই গানকে টেনে নিয়ে যায়; মাইক্রোফোনে উচ্চ শব্দে গলা ফাটিয়ে গাইতে থাকে। ফলে সাধারণ উপাসকগণের অধিকাংশকে নীরব থাকতে হয়; কেননা ঐ উচ্চ শব্দ সম্মিলিত স্বরকে ছাপিয়ে যায়। ফলে সাধারণ উপাসকগণ নিজের স্বর নিজেই শুনতে পায় না। উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমাদের উপাসনার আরাধনা সংগীতগুলো ছন্দময়, প্রাণবন্ত এবং সুমিষ্ট করে তুলতে আন্তরিক ইচ্ছাটাই যথেষ্ট। কোন কোন মণ্ডলীর উপাসনাতে লক্ষ্য করা যায় মূল বেদীর উপর হারমোনিয়াম রেখে গান পরিবেশন করতে যা বড়ই দৃষ্টিকটু এবং বেদীর পবিত্রতা ক্ষুণ্নকর।

একজন শিল্পী যখন গান করেন তখন শিল্পীর সমস্ত একাগ্রতা, আবেগ, অনুভূতি একাকার হয়ে যায়। সে একটা অকৃত্রিম আবেশের মধ্যে নিমজ্জিত হয়। বাইরের কোন কিছু তাকে প্রলুব্ধ করতে পারে না। কোন প্রকারের চিন্তা ঐ মুহূর্তে তাকে স্পর্শ করে না। গানের কথা, সুর তাকে অন্য ধরনের ভাবের মধ্যে নিয়ে যায়। সে তখন স্রষ্টার উপস্থিতি ও উদারতাকে উপলব্ধি করতে পারে। স্রষ্টার সাথে একটা যোগ বন্ধন, নির্ভরতা এবং ভালবাসার সম্পর্ক রচিত হয়। একটা প্রশান্তি ও আনন্দের আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠে। শিল্পীর কণ্ঠের সুরের মূর্ছনায় ভক্তের হৃদয়ে আনন্দ-কান্নার তরঙ্গধ্বনি উৎসারিত হতে থাকে। শ্রোতাগণ একটা ভালো লাগার ভাবের মধ্যে প্রবেশ করে। সার্বিকভাবে একটা মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মানুষ যখন নির্ভেজাল, উৎকণ্ঠাহীন আবেগের মধ্যে অবস্থান করে তখন সে ঈশ্বরের প্রশংসার মধ্যদিয়ে তাঁর উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে। ঈশ্বরের অকৃত্রিম প্রেমের অস্তিত্বকে হৃদয়াঙ্গম করতে পারে। মনে দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা এবং চঞ্চলতা, উদ্বিগ্নতা থাকলে কণ্ঠ দিয়ে কেবল মাত্র স্বর বের হয়, কিন্তু সুর আসে না। এর থেকেও বড় কথা গানের বাণী, সুর ও তালে একাগ্রভাবে মনোযোগ ও সংযোগ ঘটাতে না পারলে সঙ্গীত হয় না। কান, মাথা এবং গলা; এই তিনের মধ্যে কান গুরুত্বপূর্ণ। কান দিয়ে শুনে মস্তিষ্কে ধারন করা হয়। মস্তিষ্ক কণ্ঠে যা সরবরাহ করবে; কণ্ঠদিয়ে তাই নির্গত হবে। শিল্পীকে সুরের মধ্যে হারিয়ে যেতে হয়। পেটের তলদেশ থেকে সুর বের করতে হয়। সাতটি শুদ্ধ ও পাঁচটি বিকৃতসহ বারোটি স্বরই সাধনার মাধ্যমে গলায় বসানো বা স্থাপনের মাধ্যমে গলায় স্বাভাবিক সুর আসে। তবেই তার গাওয়া গান অন্যকে বিমোহিত করবে। গলা দিয়ে চেঁচিয়ে নয়। আমরা ইংরেজদের উপাসনায় গাওয়া সমবেত স্বরে গাওয়া কোরাসগুলি মনদিয়ে শুনলে তা বুঝতে সক্ষম হবো। তা হলেই যখন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গান করতে থাকি; তখন একটা নিরুদ্বেগের মধ্যে থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অনুভব করতে পারি। বিশ্বাস ও ভক্তি ভ'রে তাকে হৃদয় থেকে ডাকতে পারি। আবার সব সময় উপাসনায় ঈশ্বরের উদ্দেশে গান করলেও উপাসকদের অন্তর ঈশ্বর ও তাঁর বাক্যের আদেশের প্রতি সত্যিকারের একাগ্রতা নাও আসতে পারে। কেননা মন ও মনোযোগ এবং ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস খুব বড় ফ্যাক্টর। *১ করিন্থীয় ১৪ : ১৫ পদে* সাধু পৌল বলছেন "আমি আত্মাতে গান করিব, বুদ্ধিতেও গান করিব।" ঈশ্বর সকলের সকল ক্রিয়ার সাধন কর্তা। তিনি পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় যাকে যে উচ্চারণ বা ভাষা দেন কিংবা যে সুর দেন বিশ্বাসীর আত্মা সে রকম প্রার্থনা বা গান করে থাকেন। আমাদের দেশের সেবক সমিতির কিম্বা অন্যান্য বড় বড় সভা ও প্রার্থনা অনুষ্ঠান গুলিতে অনেক গুণী সঙ্গীত

শিল্পী পবিত্র আত্মার দেওয়া বাণী ও সুরে আবেগময় গান পরিবেশন করে শত শত মানুষের হৃদয় মন গলিয়ে দেন। নারী পুরুষ নির্বিশেষে অনেক ভক্ত কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ ও বিশ্বাস বহুগুণ বেড়ে যায়। হৃদয়-মন শান্তিতে শান্ত হয়ে আসে।

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন- "যেখানে প্রেম নাই সেখানে গান নাহি জাগে।" ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখি গুলিও আপন মনে মধুর কণ্ঠে গান গাইতে থাকে। কোকিলের গান শুনতে কম বেশী সকলের ভালো লাগে। শিল্পী গান গায় মন থেকে আর শ্রোতারা তা শোনে হৃদয় দিয়ে। যে পাখি খাঁচায় আবদ্ধ থেকে গান করে তার গানে বন্দিত্বের কষ্টমাখা সুরই ফুঠে ওঠে। একজন গুণী শিল্পী যখন পরাণ ভরে গান করে, তাঁর গাওয়া গানে অন্যের ভিতরের ভাব, ভক্তি ও প্রাণ জেগে ওঠে। ঠিক যেমন গাছে পানি দিলে গাছগুলি সবুজে সবুজে চিকচিক করে। প্রতিদিন আমরা পিতা ঈশ্বরের বহুবিধ অনুগ্রহে সিক্ত হচ্ছি; শত বিপদ, সমস্যা, জটিলতা, অভাব থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রতি ক্ষণে তাঁর দয়া ও ভালবাসা দিয়ে আগলে রেখেছেন। করোনার এই মহা তান্ডবে এই উপলব্ধি তো মহা সত্য। তাই, আমাদের অখ্রিস্টীয় মনোভাব ও আচরণগুলি কেটে-ছেঁটে ফেলে দিতে হবে বৈকি এবং ঈশ্বরের উদ্দেশে অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতায় আনন্দ গান গাইতে হবে। প্রকৃতিও তার সতেজতা দ্বারা ঈশ্বরের উদারতা ও ভালোবাসার স্তব করে। ঈশ্বর সব সময় প্রকৃতির মত উদার এবং সতেজ ও নির্মল এই উপলব্ধি আমাদের ভিতর জাগিয়ে তোলা খুবই দরকার। *গীতসংহিতা ৯৮: ৪, ৫ ও ৮ পদে* বলা হয়েছে- "সমস্ত পৃথিবী সদাপ্রভুর জয়ধ্বনি কর, আনন্দ গান কর, প্রশংসা গাও। গান কর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বীণা সহকারে, বীণা সহকারে ও গানের রবে। নদ নদীগণ করতালি দিক, পর্বতগণ একসঙ্গে আনন্দগান করুক।" কেননা আমাদের ঈশ্বর ধর্মশীলতায় ও ন্যায়ে জগতের বিচার করবেন। পাপ ও দুঃখ দূর করে দেবেন এবং আকাশমন্ডল ও পৃথিবীকে নতুন করবেন। সেই সময় প্রকৃতি নিজেই উল্লাস করবে। কারণ মানুষের পাপের ফলে সমগ্র সৃষ্টি অর্থাৎ জীব জগৎ ও জড় জগৎ অসারতার, ধ্বংস ও বিনাসের অধীনে এসেছিল। সমগ্র সৃষ্টি ক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের সন্তানগণের প্রতাপের স্বাধীনতায় এসেছে। সমস্ত প্রকৃতি জগৎকে তিনি নতুনভাবে সৃষ্টি করবেন। ফলশ্রুতিতে সব কিছুই মহান ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে চলবে। এই প্রত্যাশায় ঈশ্বর সব জাতিকে আহ্বান করেন যেন তারা তাঁর প্রশংসা গান করে শ্বাস বিশিষ্ট সব প্রাণীকেই ঈশ্বরের প্রশংসা গান করতে আহ্বান করেছেন। তারপরেও যেন যথেষ্ট বলে প্রতিয়মান হয় নাই। তাই তিনি জড় প্রকৃতিকেও তাঁর উদ্দেশে প্রশংসা ও আনন্দ গান করতে আহ্বান জানিয়েছেন। সঙ্গীত, গান ও আত্মিক গানের মাধ্যমে তাঁর জয়ধ্বনি করা সবচেয়ে সহজ ও উত্তম মাধ্যম। তুরীধ্বনিসহ বীণা যন্ত্রে, নৃত্যযোগে, তারযুক্ত যন্ত্রে, বংশীতে এবং সুশ্রাব্য করতালযোগে তাঁর উদ্দেশে আনন্দধ্বনি করতে পারি। যাকোব ৫:১৩ পদে বলা হয়েছে " কেহ কি প্রফুল্ল আছে? সে গান করুক।" অর্থাৎ আমাদের অন্তরে যদি প্রভুর দেওয়া আনন্দ থাকে, তবে অবশ্যই আমরা প্রভুর উদ্দেশে প্রশংসা গান করতে সক্ষম হব। *গীত ৮১:২* "ধর সঙ্গীত, বাজাও ডম্ফ, বাজাও নেবল সহকারে মনোহর বাণী।" প্রাচীন ইস্রায়েলদের উপাসনায় গান-বাজনার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকত। গীতসংহিতার অনেকগুলি গীত ছিল ইস্রায়েলদের গান। গীতসংহিতা রচনাকারিদের মধ্যে অনেকেই গান বাজনায় প্রতিভাশালী যাজক ছিলেন। এই গীতগুলি লেখা হয়েছিল ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের গভীর অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য। গীতগুলির অনেকগুলো লেখা হয়েছে প্রার্থনা হিসাবে। আর এর মধ্যদিয়ে প্রকাশ পেয়েছে বিশ্বাস, ভালবাসা, আরাধনা, ধন্যবাদ এবং প্রশংসা ও ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠ সহভাগিতার আকাংখা। আবার গভীর দুঃখ, হতাশা, ভীতি, উৎকণ্ঠা, আরোগ্যলাভ ও মুক্তির উদ্দেশে। মূলত সংগীতের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় ঈশ্বরের প্রশংসা, ধন্যবাদ এবং তাঁর মহৎ কাজের গৌরব প্রদান এবং তাঁর আরাধনা ও স্তুতির নিমিত্ত।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়া ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হল বিশ্বাসীর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আমাদের জীবনে যদি এই উপলব্ধি থাকে যে মহান প্রভু তাঁর পুত্রের মাধ্যমে আমাদের অনুগ্রহ করছেন, ভালোবাসা দিচ্ছেন, পরিচালনা দিচ্ছেন, যত্ন নিচ্ছেন, শ্বাসরুদ্ধকর সমস্যা ও মহামারীর সময় বাঁচিয়ে রাখছেন তবে কৃতজ্ঞতায় সকাল-সন্ধায় তাঁর জয়গান না গেয়ে থাকতে পারি না। ঈশ্বর আমাদের হৃদয় থেকে এই ধরনের কৃতজ্ঞতা ও বাধ্যতা দেখতে চান। এমনকি তিনি আপন শয্যাতে থাকা অবস্থায়ও আনন্দগান করতে বলেছেন। নির্মল প্রশান্তির গান গাওয়া বা শ্রবণ করা শুধু মাত্র তখনই সম্ভব যখন আমরা তাঁর পূর্ণ মহত্ব, পবিত্রতা, উদারতা ও উত্ততমাকে হৃদয়, মন ও চোখ দিয়ে দেখার গভীর শুদ্ধ অন্তর লাভের কৃপা লাভ করবো। কবিগুরুর একটা ভক্তিমূলক গানের দুটি চরন ভক্তকে উৎসাহিত করবে।

সংসার যবে মন কেড়ে নেয়, জাগে না যখন প্রাণ
তখনো হে নাথ প্রনমি তোমায়, গাহি বসে তব গান।

সাক্ষাৎ: সহানুভূতি ও সান্ত্বনার পথ

(মা মারীয়ার সাক্ষাৎ পর্বের একটি অনুচিন্তন)

যিশু বাউল

মারীয়া ও এলিজাবেথের সাক্ষাৎ
একটি শুভবার্তার প্রকাশ, আনন্দের বহিঃপ্রকাশ
আত্মীয়তার নিবিড়তায় গড়ে উঠে
সম্পর্কের বাঁধন, দৃঢ় হয় বিশ্বাস-ভালবাসা
শুভেচ্ছা-অভিনন্দন-অভিবাদন মনে প্রাণে আনে
নব প্রেরণা।

নিত্যদিনের পথ চলার আহ্বানে সাক্ষাৎ হয়
শত শত মানুষ, আত্মীয়-স্বজনের সাথে
কথার মাধুরীতে তৃপ্ত ও শান্ত হয় হৃদয়-মন
জনমনের আনন্দ-চেতনার প্রকাশ ঘটে
পারস্পরিক উপস্থিতিতে
পথ চলার আনন্দ গানে-সাক্ষাৎ মধুরতম
অনুভূতির প্রকাশে।

সাক্ষাতের বার্তা আনন্দ রথে নিয়ে যায়
সম্মুখের দিকে পাল তোলা নৌকার মতো করে
সাক্ষাতের উত্তাপ ছড়ায় হৃদয় ভূমি থেকে
ভালবাসার গভীর স্পর্শ-আলিঙ্গনের মধ্যে
সাক্ষাতের আনন্দ-অনুভূতি ছড়ায় সত্তার
অনুভূতি থেকে।

সাক্ষাৎ করি আমরা জীবন স্রষ্টার সাথে
সম্পূর্ণ সত্তাকে উজার উন্মুক্তভাবে দান করে
কথা বলি, প্রার্থনা নিবেদন করি, প্রশংসা-ধন্যবাদ
স্তুতি নৈবেদ্য সাজাই
তাঁরই জন্য, নিজেরে প্রকাশ করি পরিপূর্ণভাবে
নিরাময়ের লক্ষ্যে
কথা, কাজ, জীবন সাক্ষ্য বাণী স্রষ্টার সাথে মিলনের
লক্ষ্য পথ ধরে।

প্রকৃত ও আন্তরিক সাক্ষাৎকার দানে
আমরা বাস করি আন্তঃজনের হৃদয়ে সতত
ধ্যানের মনোরঞ্জনে
সম্পর্কের বাঁধন দৃঢ় হয় হৃদয়ের উত্তাপে বিনা সুতার
বিনুনীতে
পান্থ পথের পথিক বেসে যাত্রা মোদের
পিতার সমীপে
নীরবতার বলয়ে গাঁথি মালা পিতার সাথে
সাক্ষাৎ ধ্যানে।

নটুদার প্রেম-কাব্য

সুনীল পেরেরা

গত বছর লকডাউনের কারণে যখন অফিস আদালত বন্ধ ঘোষণা করা হলো, তখন বন্ধু রাসুর সাথে ওর গ্রামের বাড়িতে গেলাম। গ্রামে পা দিয়েই দেখি সারা গায়ের লোক কোন না কোন কাজে ভীষণ ব্যস্ত। জিজ্ঞেস করতেই জানা গেল আমেরিকার বিয়ে। অর্থাৎ আমেরিকা প্রবাসী নর্বাট রোজারিও এ গ্রামে বিয়ে করছেন। বিশ-ঘর গ্রাম তাই সবাইকে তিন দিনের দাওয়াত। আর দুইদিন বাদে সেই রাজসিক বিয়ে। রাসুকে পেয়েই নর্বাট অর্থাৎ নটুদা তার ঘরে নিয়ে গেল আমাকে সহ। রাসু একই গ্রামের লোক তাই তার সাথে বেশ হৃদ্যতা। বসতে বসতেই সামনের টেবিলে বিরাট এক রেড লেবেলের বোতল। হুংকার দিতেই একটু পরে এক মহিলা এক বাটি ভুনা মাংস এনে দিলেন। দু'চার কথার আলাপের পরই নটুদা তুমি থেকে তুইতে নেমে এলেন। বুঝলাম নটুদা দারুণ জমাটে লোক। সব সময়ই রস রসিকতার মুডে থাকে। গম গমে গলায় কথা বলে। ইয়াংকি উচ্চারণে ইংরেজী বলে। আবার বাংলা বলতে গেলে কথায় শান্তিপুরী টান এসে যায়। হয়তো পাশাপাশি কলকাতার কোন পরিবার বসবাস করে। একবারে বনেদি কায়দায় ওয়ারেন হেস্টিংসের ন্যায় ভরাট কণ্ঠে হাসে। নটুদার সুন্দর সাত্বিক চেহারা, খাড়া নাক, টানা চোখ, চাপাফুলের মতন গায়ের রং। যৌবন অপরাহ্নেও গায়ের রং এতটুকু মলিন হয়নি।

এক প্যাগ টেনেই নটুদা প্রেমরসে টসটসে গলায় বললেন, প্রেম করেছিস কখনো? প্রেমে পড়লে বুঝতি ভালোবাসা কারে কয়। তার কথায় আমরা দু'জনেই দুদিকে না সূচক মাথা নাড়ালাম। এত বয়সেও প্রেম করিনি শুনে নটুদা বিরক্ত হলো। অনেকটা ক্ষেপে গিয়ে বললেন, তবে তো বিয়ের হাটে তোদের বাজার যাচাই করে কনে ঠিক করতে হবে। ভাগ্য ভাল থাকলে বাজার উঠবে, অন্যথায় নির্ঘাৎ কালোমেয়ে কপালে ঝুটবে। প্রেমের জন্যে মানুষ সাগর পাড়ি দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। রাজ্য আর রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করার দৃষ্টান্ত তো স্বয়ং বৃটিশ রাজপুরুষেরাই দেখিয়েছিলেন শুধু প্রেমের জন্য। শোন, লাজ-লজ্জা, ঘৃণা, ভয় এই তিন প্রেমে থাকতে নয়। হয় প্রেমে সিদ্ধ হও, নয়তো উত্তরে বিন্দাবনের আশ্রমে চলে যাও।

ভাবলাম, মানুষের বয়স বাড়লে নাকি প্রেম-রসের ভাণ্ডারও উপচে পড়ে। নটুদা আরও একবার টেনে আমাদের প্রেমের চিঠি চালাচালির নানা কলাকৌশলও শিখিয়ে দিলেন। আমরা দু'বন্ধু নটুদার কথা শুনে নির্বোধের মত ড্যাবড্যাব চোখে তাকিয়ে রয়েছি দেখে দাদা ভাবল আমরা সত্যি সত্যি ধোওয়া তুলশীপাতা। অথচ আমরা ঢের আগেই ও পাঠে হাত পাকিয়েছি। ইতোমধ্যে দু'চারটে মেয়েকে প্রেমপত্র দিয়ে ধরা পড়ে বকুনিও খেয়েছি মোবাইলে। রাসুতো প্রেমে ছ্যাক খাওয়া পাবলিক। তখন হ্যাট্রিক করতে বাকি। আমিও সমান তালে দু'টি মেয়েকে প্রেম বিলিয়ে যাচ্ছি। হায় নটুদা ! আমি নাটক-পাগল মানুষ। নাট্য দলের আর টেলিভিশনের কত মেয়েরা রোজ টেলিফোন করে ছবিসহ স্টেটাস পাঠায়। যে দু'টো মেয়ের সাথে প্রেমলীলা চালাচ্ছি তারা দুজনেই দামী মডেল। টিভিতেও চুটিয়ে অভিনয় করে যাচ্ছে।

খুব সাহস করে মিউ মিউ গলায় নাক টেনে নটুদাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কী প্রেম করেছেন কোন দিন? আমার কথায় নটুদা কেমন যেন থমকে গেল। মানুষ তর্কে হেরে গেলে যেমনটা হয়। একটু দম নিয়ে শান্ত কোমল কণ্ঠে নটুদা তার স্বপ্নের রঙিন তুলিতে আঁকা জীবনের আদ্যেপান্ত বলতে শুরু করে।

সাদা দেশের লোকেরা চল্লিশ পেরিয়ে গেলেও প্রেম, বিয়ে বা ঘর বাঁধার কথা মনে করে না। ওদের সমাজে থাকতে থাকতে আমার অবস্থাও হয়েছিল তাই। ছাড়া-পাগলের মত আমার জীবনের কুড়িটা বছর কাটল। মানুষের জীবনে কোন না কোন সময়ে নিজের মনের দিকে তাকাতে হয়। তাই মাতৃভূমির টানে এত বছর পরে এলাম শিকড়ের সন্ধানে। এসেই দেখি আমার কাকাতো ভাইয়ের বিয়ে। গায়ে হলুদের রাতে বাড়িতে যুবতী নারীর হাট বসেছে। কাকা-কাকীমার ইচ্ছে এ হাট থেকেই জীবনের শেষ সম্বল একটি যুবতী মেয়েকে বেছে নিতে হবে। আমাকে নিয়ে কেবলই কানাকানি। ছোট কাকীমা একটা মেয়েকে পাশের বাড়িতে ডেকে এনে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। গেরস্ত ঘরের সাধারণ ঘরোয়া মেয়ে। সন্ধ্যার গৈরিক আলোতে হলুদ শাড়ি পড়া মেয়েটিকে অপূর্ব লাগছে। ওর অনাবিল সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ হলাম প্রথম দর্শনেই। মাথায় কোঁকড়া চুল, লাল টিপ পড়া সমুন্নত কপাল, তীক্ষ্ণ নাক। লজ্জারুণ মুখখানি যেন স্বর্গীয় কুসুমের মতন। পদ্মকলির মত দুটি চোখে দিঘীর জলের গভীরতা। গোলাপের পাপড়ির মতন পাতলা ঠোঁটে রক্তাক্ত লিপষ্টিক। সামনের দু'পাটি দাঁতের মিষ্টি হাসিতে যেন আলো ঝরে। যৌবন যেন মেয়েটির গায়ের পোষাকের শাসন মানতে চায় না। ওর গায়ের ব্লাউজটির হাতায় জরির কাজ। সেই জরি যেন তার ফর্সা বাহুটা কামড়ে ধরে আছে। মনে হলো যৌবন রাজ্যে ওর নতুন অভিষেক।

নাম জিজ্ঞাস করতেই সলজ্জ মুখের কম্পন, নির্বাক চোখে ধূসর, শূন্যতা। বিয়ে বাড়িতে তখন ধূম-ধারাক্কা চলছে। আমরা দু'জন উঠানে দাঁড়িয়ে। আকাশে ঘুম ঘুম চাঁদ। জ্যোৎস্নামাখা উঠানে গাছের ছায়া ফেলেছে আমাদের উপর। দ্বিতীয়বার নাম জিজ্ঞেস করতেই রিনিঝিনি কণ্ঠে উত্তর দিল 'পদ্মনিশি'। এর পরে আমি কী বলেছিলাম আমিই শুনিনি। তখনই আড়ালে অনেক নারী কণ্ঠে সুরেলা হাসি আর হাততালি।

সেই রাতেই বিয়ের কথাবার্তা প্রায় অর্ধেকটা পাকাপাকি হয়ে গেল। কাকীমা-বৌদিরাই প্রধান ভূমিকা রাখলেন, তারাই কর্তাবাহক। আমার পরিবারের সবাই বিদেশে তাই কাকারাই আমার অভিভাবক। বিয়ে করব বলে কাগজপত্র নিয়ে এসেছিলাম। এখন মিডিয়ার যুগ। ফোনে ফোনে সব ঠিক হয়ে গেল। আমার ইচ্ছা গ্রামের সবাইকে নিয়ে বিয়ের উৎসব করব। গ্রামে যেহেতু এখনো করোনা তেমনভাবে হানা দেয়নি। যেভাবে মানুষ মরছে শহরে বিশেষভাবে ধনী দেশগুলোতে। তাই মৃত্যুচিন্তাটা বারবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বাবা-মার করুণ অবস্থাটা নিজেই দেখেছি।

এরপর মহাধূমধাম করে ঢাকঢোল পিটিয়ে পালকিতে চড়ে নটুদার বিয়ে হলো। প্রাইভেটকার আনা গেলনা শুধু একটা ছোট্ট সাঁকোর জন্য। কাঠের সাঁকো গাড়ি আনা সম্ভব নয় তাই পালকি আনা হলো সাত মাইল দূর থেকে। আমরা দুই বন্ধু তার সাথে রাতদিন কাজ করলাম। বিয়ের পর নটুদা বৌ নিয়ে রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার ও টেকনাফ ঘুরে এলেন। পরিস্থিতির কারণে বিদেশ যাওয়া হলো না। তিনমাস গ্রামটাকে মুখর করে রেখেছিল নটুদা। বউকে শ্বশুরবাড়ি রেখে এক সকালে চলে গেলেন আমেরিকা।

তিন বছর পর রাসুর বাসায় আবার নটুদার সাথে দেখা এর মধ্যে নিজের ব্যস্ততার কারণে তার সাথে আর কথা হয়নি। মাঝে মাঝে রাসুই ফোন করে জানাতো দাদার ভালমন্দ খবর। আজ সকালে অফিসে যাবার আগেই রাসুর ফোন। জরুরি কথা আছে, সন্ধ্যায় আমার বাসায় আসবি। ব্যস এ পর্যন্তই। নটুদা যে আসবে সে কথা উল্লেখ করেনি।

দুই বন্ধু অপেক্ষা করছি। একঘন্টা পরে নটুদা এলো। প্রথম দর্শনে আমি থ হয়ে গেলাম। এ কোন নটুদাকে দেখছি। জানি, মানুষের জীবন

চলে জীবনের নিয়মে। বয়স আর সময় বড়ই নিষ্ঠুর কিছুতেই ধরে রাখা যায় না। তাছাড়া বড় কোন শোক পেলে মানুষের বয়স এমনি এমনি বেড়ে যায়। তখন জীবন আর জীবনের পথে চলে না। সব কিছু বেসুরো হয়ে যায়। ভেবেছিলাম নটুদার সাথে দেখা হলেই হা হা করে থিয়েটারি কায়দায় হাসতে হাসতে জিজ্ঞাস করবে কেমন আছিস, এখনো কী প্রেম করিসনি? বয়স বেড়ে তো বুড়ো হয়ে যাচ্ছিস। বিয়ে করবি কবে? এসব কিছুই হলো না। সামান্য মৃদু হাই হ্যালো। আমি তাজ্জব হয়ে নটুদাকে দেখছি। মাথার চুল ঠিক বরফের মতন সাদা। মুখভর্তি জঙ্গলের মত দাড়িতেও সাদা ছোপ ধরেছে। সেই ঝলমলে হাসি আর নেই। জীবনের আভা যেন রক্তক্ষরণ হচ্ছে। মানুষের একাকিত্ব খুব ভার হয়ে চেপে বসে জীবনে। নটুদা এক গ্লাস পানি খেলো শুধু। চা-বিস্কুট কিছুই খেলো না। তোদের সাথে দেখা করলাম কিছু কথা বলব বলে। বিয়ের সময় তোরা আমাকে সারাক্ষণ সহায়তা দিয়েছিলি। তাই কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই।

নিশি! পদ্মনিশির প্রথম অংশ আমি ইচ্ছা করেই বাদ দিয়েছি। নিশি আমাদের দেশের মেয়ে হলেও সে কোন বিদেশিনীর চেয়ে কম সুন্দরী নয়। বিয়ের ভিডিও দেখে পরিবাররের সবাই এবং বন্ধুরা সবাই প্রশংসা করেছে। সবাই বলেছে আমি নাকি মডেল বৌ বিয়ে করেছি। হাজার হাজার মাইল দূরে, পৃথিবীর দুই প্রান্তে আমরা দু'টি বিরহী প্রাণী চোখের জলে বুকের জলে ভাসি। রোজই কথা হয় বিরামহীন ভাবে। রাতদিন অপেক্ষায় থাকি কখন ওর কাগজপত্র ঠিক হবে, কবে ওকে কাছে নিয়ে আসব। দিন যায়, বছর যায় তবু প্রত্যাশার শেষ হয় না। এসময় করোনার প্রকোপ বাড়তে থাকে। আমাদের পরিবারেও করোনা ঢুকে পড়েছে। বাবা-মা দু'জনেই বৃদ্ধ। মা শ্বাসকষ্টের রোগি। তাদের দু'জনকে হাসপাতালে নেওয়া হলো, আমরা হোম ট্রিটমেন্টেই থাকলাম। সে এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। কারও সাথে কারও দেখা হতোনা। শুধু ফোনে ফোনে কথা হতে। সে যাত্রায় মাকে আর বাঁচানো গেল না। বাবা অনেক কষ্টে দুইমাস পরে বাসায় এলেন। আমরা অনেকটা স্বাভাবিক হলাম। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার পর জানতে পারলাম আর দু'তিন মাসের মধ্যে নিশির কাগজপত্র পেয়ে যাবো। ঘরে সবার মধ্যেই আনন্দ। নববধূর জন্য সব আয়োজন চলছে। এ সময়ই ফোন পেলাম সেই মর্মান্তিক দুঃসংবাদের। নিশি নেই। কি হয়েছিল, কেন মরে গেল কেউ বলতে পারল না। সুইসাইডেরও কোন চিহ্ন নেই। করোনার কারনে ফ্লাইট বন্ধ। বাধ্য হয়ে ফোনে মৌখিক অনুমতি দিলাম সমাধি দিতে। যাকে ফিরে পাবোনা তাকে নিয়ে থানা-পুলিশ করে কী লাভ ? সুযোগ বুঝে অনেকেই নিশির বাবা-মাকে দোষারোপ করল। তারা নাকি আমেরিকা যাবার লোভে মেয়েকে বিক্রি করে দিয়েছে। ছেলে ইচ্ছে করেই বৌ নিচ্ছেনা। হয়তো ওখানে গোপনে সংসার করছে। এমনটাও হয়, হচ্ছে আজকাল। শ্বশুরকে অনুরোধ করলাম নিশির মোবাইলটা যেন কারো হাতে না যায়। আর ওর ঘরটা যেন আমি না আসা পর্যন্ত তালা বন্ধ করে রাখে।

প্রায় একটা মাস এই যন্ত্রণার ক্ষত নিয়ে অপেক্ষা করতে হয়েছে। আসার পর আমার হাতে মৌবাইল ও ঘরের চাবিটা দিয়ে বিস্তর কান্নাকাটি করলেন। আমেরিকায় বিয়ের পার্টিতে প্রায় পাঁচ লাখ টাকার উপহার পেয়েছিলাম। তাই পাঁচ লাখ টাকা শ্বশুরের হাতে তুলে দিয়ে বললাম, এ টাকা পদ্মনিশির উপহার, তার জন্যই রেখে দিন। এ টাকা আমার নয়।

নিশির ঘরে একটা সিসি ক্যামেরা ফিট করা ছিল। ওটা এমন গুপ্তস্থানে ছিল বলে নিশিও বুঝতে পারেনি। আমি ইচ্ছা করেই ওটা ফিট করেছিলাম আমাদের জীবনের রমণীয় মুহূর্তগুলোকে ধারণ করে রাখতে। বিয়ের ফটো এ্যালবাম এবং ভিডিওটি একসেট রেখেছিলাম। আমার জীবনের যত ছবি ঐ এ্যালবামে ছিল আমি যতটুকু জানতাম নিশির সাথে কারো প্রেম ছিল না। নিশি বা কাকীমাও এ ব্যাপারে কিছু বলেন নি। কাকীমা শুধু বলেছে, যুবতী মেয়েদের কত ছেলেরাইতো পছন্দ করে, প্রেম করার চেষ্টা করে এ ধরনের কোন কথা নিশির ব্যাপারে শুনি নি। নিশিকেও বিয়ের আগে বারবার জিজ্ঞাসা করেছি। নিশি একবারও মুখ ফুটে এসব বলেনি। আমার অল্প দিনের সংসার জীবনে বুঝতে পেরেছি, নিশি আমাকে পেয়ে ভীষণ খুশি হয়েছে। আমার দোষ মানুষকে অল্পতেই আমি বিশ্বাস করি। বিশেষভাবে যাদের গলায় যিশুর ক্রুশ বা মালা দেখি। যতদূর জানি, প্রতারক বা শয়তান লোকেরা সচরাচর গলায় ক্রুশ রাখে না। তবে এটুকু বুঝতে পারিনি, ক্রুশের আড়ালেও শয়তান সক্রিয় থাকে।

এবার নটুদা একটু থামল। লক্ষ্য করলাম রাসুর মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। ঠোঁটদুটো কাঁপছে কিছু বলার জন্য কিন্তু মুখে বলতে পারছে না। ঘামে সারা মুখ চকচক করছে। আমি শঙ্কাতুর মুখে কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলাম না। আরষ্ট গলায় আমতা আমতা করে বলতে যাব অমনি টিভিতে "দুঃখ আমার অসীম পাথার" গানটার ভিডিও দেখে নটুদাই ভলিউম বাড়িয়ে দিল। বাইরে ধারালো ছুরির মতন ফিনফিনে শীতের বাতাস। নটুদার কাঁধে সমুদ্রের জলের মত নীল চাদর। বন্ধ ঘরে বাঙালি জীবনের মতই ধীর গতিতে ঘুরছে পাখাটা। রাসুর মনের মধ্যে সত্য মিথ্যার বিভাজন রেখা স্পষ্ট। পৃথিবীতে এত বাতাস তবু তার নিঃশ্বাস নিতে যেন কষ্ট হচ্ছে।

এবার হঠাৎ নটুদা কিছুটা ক্ষেপে গিয়ে টেবিলে আঙ্গুল ঠুকে বলল, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বিষাক্ত প্রাণী কি জানিস? মানুষ। আমরা দু'জনে প্রায় চিৎকার করে উঠলাম, মানুষ?

হ্যাঁ মানুষ। বিষধর কালনাগিনীর চাইতেও ভয়ংকর মানুষ। আর মানুষের জীবনে সবচেয়ে শক্ত কাজ হলো অন্য মানুষকে চেনা। এই পৃথিবীটা বড় বিচিত্র জায়গা। তারচেয়েও বিচিত্র এর মানুষ। হিংসার আগুন মানুষকে অমানুষ করে তোলে। অন্তরের কাম-ক্রোধ-হিংসা আর লোভ বিদেয় করো তবেই তুমি মানুষ। শুদ্ধ সাতিক সাধক। ঈশ্বরের যেমন কোন জাত নেই, ভালো মানুষেরও কোন জাত নেই। হোক সে চাড়াল-চন্ডাল-ডোম-মেথর তবু সে মানুষ।

নটুদার মেজাজ ক্রমেই যেন কেমন খাট্টা হয়ে যাচ্ছে। এবার বিনয়ের সহিত বললাম, নটুদা সবইতো শুনলাম এবার আসল কথাটা জানতে চাচ্ছি। আমরা ঠিক বুঝতে পারছিনা আপনার মনের.....। নটুদা দু'হাত দিয়ে আমাকে থামিয়ে দিল। তারপর ঝাপসা গলায় কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল, সুখের আশায় সব ছেড়ে পাড়ি দিয়েছিলাম স্বপ্নের দেশে। এখনো চোখের সরোবরে স্বপ্ন সাঁতার কাটে। কিন্তু স্বপ্নের মানুষ হারিয়ে যায়। স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে যায়, সত্যি হয়না কোনোদিন। হঠাৎ করেই তাসের ঘরের মত আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। নিশি আজ আমার কাছে সবচেয়ে দূরের মানুষ কেবলই স্মৃতি।

দেখলাম, নটুদার চোখের কোনায় জল চিকচিক করছে। হাতের তালুর উল্টো দিকে চোখ মুছে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল। এবার রুক্ষ কণ্ঠে বলল, সাপের হাসি বেদেরাই চিনে আমি সেই সাপধরা সাপুরে সাপ ধরার মন্ত্র আমার জানা আছে। নটুদা এবার ব্যাগ থেকে সিসি ক্যামেরা আর মোবাইলটা টেবিলে রেখে শেষ বোমটা ফাটালেন। এই ক্যামেরা দেখলে বুঝতে পারবি রাসু কিভাবে আমার ঘর থেকে ফটো এলবাম চুরি করেছিল। তার পর কোন নুড সিনেমার নায়কের মুখে আমার মুখমন্ডল সেট করে দেয়। তৈরি করে ঐসব বাজে মেয়েদের সাথে আমার কুৎসিত ভিডিও। সেই ছবি নিশির মোবাইলে পাঠিয়ে দেয়। নিশি এসব দেখে ঘৃণায়, রাগে আমাকে আর কিছুই বলেনি। মনের যন্ত্রনায় হয়তো ভাবতে ভাবতে হার্ট ফেল করেছে। এরপর নটুদা আর এক মুহূর্তও দাঁড়ায় নি। পরদিন সকালেই আমেরিকা চলে যায়। রাসুর জন্য রেখে যায় সিসি ক্যামেরা আর মোবাইলটি এবং একরাশ ঘৃণা॥

আমাদের সুখ-দুঃখ

সাগর এস. কোড়াইয়া

মানুষের জীবনে সুখানন্দ, দুঃখ-বেদনা, হাসি-কান্না, স্মৃতি-বিস্তৃতিগুলো একেকটি অমূল্য সম্পদ। এই গুণগুলো বিহীন আমাদের কারো জীবন একজন মানুষ হিসেবে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। মানুষের জীবন তরীতে এগুলো একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল। একজন মানুষ জন্ম থেকে আমৃত্যু পর্যন্ত সুখানন্দ ভোগ করে না বা দুঃখবেদনাও ভোগ করে না। অমরবাণীর আলোকে বলা যায় দুঃখের পরেই আনন্দ এসে জীবনকে করে তুলে আনন্দময়। অপরদিকে হাসি-আনন্দের পরেই জীবনটা মাঝে মধ্যে বেদনার ঝড়ে পতিত হয়ে পড়ে মানুষ। কিন্তু তখন মানুষ হয়ে পড়ে বিচলিত। বিশেষ করে আনন্দের পর দুঃখ এলে মানুষ সেটা গ্রহণ করতে পারে না হৃদয় দিয়ে। ভাবে, আমার জীবনটা কেন দুঃখে ভরা শুধু। তখন একবারও ভাবে না যে, কিছুক্ষণ আগেই তো আমি আনন্দ ভোগ করেছিলাম। আনন্দের কথাটি ভুলে দুঃখের কথাটাই বেশি করে স্মৃতি হয়ে যায়। আবার যদি এভাবে ভাবি, দুঃখের পর আনন্দটা এলো, তখন নিমিষেই দুঃখটাকে বিস্তৃতির গহ্বরে সরিয়ে রাখি। আনন্দের ভিড়ে দুঃখটা যে কখন এসেছিলো বা এসেছিলো কিনা সেটা ভুলেই যায়। তবে, ব্যতিক্রম রয়েছে এ সুন্দর পৃথিবীর সৃষ্টির সবকিছুতেই। তেমনি আমাদের মানুষের মধ্যেও ব্যতিক্রম হওয়া একদম স্বাভাবিক। কেউ সুখটাকে আপন করে নিতে ভালোবাসে আবার কেউ দুঃখটাকে নিজের মতো করেই সাজিয়ে নিতে ভালোবাসে।

আমরা মানুষ হিসেবে নিজেরাই নিজেদের দু'ভাগ করে নিয়েছি এই ব্রহ্মাণ্ডে। মানুষ হয়েও একজন মানুষকে বলি তিনি ভাল মানুষ আবার আরেকজনকে বলি তিনি মানুষ হিসেবে খুব একটা ভাল নয়। ভাল ও মন্দ শব্দ দু'টির সংমিশ্রণে একজন মানুষের ব্যক্তিত্বের রকমফের প্রকাশ করি আমরা। আর এই ভাল ও মন্দের সংমিশ্রিত মানুষের দ্বারাই কিন্তু পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে নানা কাজের মাধ্যমে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ঘুর্ণাবর্তনের মাধ্যমে মানুষের জীবনধারা বদলে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। বদলে যাওয়া জীবনে প্রতিনিয়ত আধুনিকতার নতুন কিছু স্পর্শ করছে। এরই মধ্যে কিন্তু পৃথিবীতে ভাল মানুষের আধিক্যটাই বেশি। এবং কখনও এই আধিক্যের হার নিম্নমুখী হবে না। কেননা, ঈশ্বর তার চিন্তা-চেতনা ও মহানুভবতা দিয়েই এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর প্রতিমূর্তিতে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর অপার সৃষ্টির সময়েই ভাল মানুষ হিসেবে মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং এই মানুষের মধ্যেই মন্দটাকে নিহিত করে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাও দিলেন। ঈশ্বর মানবজাতিকে পৃথিবীতে কঠিন পরিশ্রমের দ্বারা কাজ করার মধ্যদিয়ে তার জীবনযাত্রা পরিচালনা করতে পাঠিয়েছিলেন। যেটাকে আমরা মানুষের শাস্তি হিসেবে মনে করি। সত্যি বলতে কী, আসলে এটা ঈশ্বরের শাস্তি নয়। এটা জীবন উপলব্ধির একটা পন্থা। আর এই পন্থা অবলম্বন করেই আমরা কাজ করে খাবারের সংস্থান করে আমরা জীবন অতিবাহিত করে থাকি। এ জন্যে আমাদের সবার জীবনের কর্মগুলো একই ধরণের পরিলক্ষিত হয় না। আমরা অফিসে-আদালতে শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করি, মাঠে-ঘাটে কৃষি কাজ করে খাদ্য উৎপাদন করি, যানবাহন চালিয়ে জনগণকে তার গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারি, ডাক্তার-সেবিকা হয়ে রোগির সেবা করতে পারি, গৃহিণী হয়ে পরিবারের খাবার-পোষাক-পরিচ্ছদের দেখভাল করে থাকি, সন্তানেরা পড়ালেখা করে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্ছে অর্থাৎ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যার যার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করে জীবন-যাপন করছি।

মানুষের এই কর্মের দ্বারা তার নিজের উপার্জনের আয়কে আর্থিক মানদণ্ডে তারতম্য নির্ধারণ করি বলে পৃথিবীতে ধনী ও গরীব হিসেবে মানুষকে আলাদা করি। আমরা মানুষ হিসেবে নিজেরাই নিজেদের ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ তৈরী করে নিয়েছি। তবে, একজন ধনী মানুষ চাইলেই সবকিছু করতে পারে না তার ধন-দৌলতের বিনিময়ে তেমনি একজন দরিদ্র মানুষ চাইলেই এমন একটা কিছু করে দেখাতে পারে যাতে অর্থবিত্ত মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই, বলা যেতে পারে মানুষ হিসেবে ধনী-দরিদ্র ভেদাভেদ যতই আমরা আলাদা ভাবি না কেন, ঈশ্বরের চোখে আমরা সকলেই সমান মর্যাদার অধিকারী। মানুষ হিসেবে আমার যদি থাকে একটা সুন্দর মনের হৃদয় তাহলে এ হৃদয়ে কখনও অপরের অমঙ্গল চেতনা প্রবেশ করবে না। আমি যদি অপরের অমঙ্গল কামনা না করি তখন জগতে মঙ্গল সাধনে কতই না অপরূপ পৃথিবীটাকে দেখতে পাবো।

করোনায় এই পৃথিবীতে বিগত প্রায় দু'টি বছর আমাদের সবার জীবনকে করে তুলেছে বিষাদময়। কতশত পরিবার করোনায় হারিয়েছে তার পরিজনকে। কতশত হাজার লক্ষ পরিবার আক্রান্ত হয়েছে এই বিভীষিকাময় সৃষ্ট রোগে। মানুষের জীবনযাপনের প্রতিটি স্তরেই করোনার প্রভাবে জর্জরিত হয়ে আজ অনেকেই দিশেহারা। তবুও আমাদের অগাধ বিশ্বাস, ঈশ্বর আমাদের যতই পরীক্ষায় ফেলে না কেন তিনি চান আমরা যেন এই পৃথিবীতে মানবতা বজায় রেখে চলি, প্রার্থনায় জীবনযাপন করি, সৎ চিন্তায় পরিজন নিয়ে বসবাস করি। একদিন এই করোনা সয়ে যাবে আমাদের জীবনে কিন্তু সেদিন যেন ভুলে না যাই ঈশ্বর তুমি আমাদের রক্ষা করেছ, তুমি আমাদের আগলে রেখো অনন্তকাল, আমরা যতদিন বেঁচে রবো তোমারই ইচ্ছায়॥

বিশেষ ঘোষণা

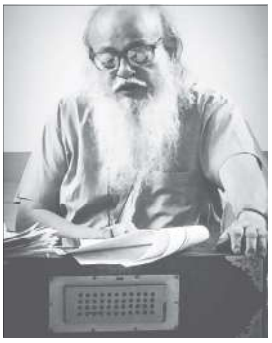

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের উজ্জ্বল নক্ষত্র ফাদার লেণার্ড পরেশ রোজারিও গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দে অকস্মাৎ পরম পিতার রাজ্যে চলে গিয়েছেন। তিনি ছিলেন সঙ্গীত পিপাসু এক সুরস্রষ্টা। পবিত্র উপাসনায় যেনতেনভাবে বা বিকৃত সুরে গান করা তাকে ভীষণ কষ্ট দিতো। তিনি সর্বদা প্রত্যাশা করতেন উপাসনায় যেন শুদ্ধভাবে গান করা হয়। তাই তিনি যে ধর্মপল্লীতেই ছিলেন চেষ্টা করতেন গানের দল তৈরি করে শুদ্ধ সঙ্গীত শেখাতে। তারই ধারাবাহিকতায় যাজকীয় জীবনে অবসরকালীন সময়ে তিনি চেষ্টা করছিলেন বিভিন্ন স্থানে গিয়ে গান শেখাতে। সকল মানুষকে শুদ্ধ সুরে গান করে উপাসনায় অংশ নিতে সহায়তা দানের লক্ষ্যে তিনি তার রচিত সকল গান নিয়ে কয়েকটি গানের অ্যালবাম করার পরিকল্পনা করে বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে চলছিলেন। তিনি নিজে বাণীদীপ্তি স্টুডিওর সহায়তায় গান রেকর্ডিং করে বিভিন্ন ধর্মপল্লীর শিল্পীদের শেখার জন্য দিয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি গানের অ্যালবাম প্রকাশ না করেই চলে গেলেন। ফাদার লেণার্ডের অপ্রকাশিত গানগুলো কোন কোন ব্যক্তি নিজেদের মতো করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করে দিচ্ছেন। যা কোনভাবেই ঠিক নয়। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজের পরামর্শক্রমে এ ধরণের কাজ থেকে বিরত থাকতে সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে। **ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ ও বাণীদীপ্তি** সম্ভবপর শিঘ্র সময়ে ফাদার লেণার্ড রোজারিও'র গানের অ্যালবাম প্রকাশ করবে। তারজন্য আপনাদের সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু
পরিচালক, বাণীদীপ্তি

নিয়মিত কলাম

সেদিনের গল্পকথা

হিউবার্ট অরুণ রোজারিও

খুঁতখুঁতে স্বভাব উদ্বেগ সৃষ্টি করে

আমার স্বভাব নাকি খুঁতখুঁতে, এটা আমাদের একটি বিন্দু, আমার পরিবারের সদস্যগণ প্রায়ই বলে থাকে, তবে আমি মনে করি আমি সম্পূর্ণভাবে সকল বিষয়ে খুঁতখুঁতে নই, আমি স্বীকার করছি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বেশ খুঁতখুঁতে, আঠারো গ্রামের লোক বলে কথা, রসনা খুবই সজাগ। আমি বিশ্বাস করি, মানুষ সম্পূর্ণভাবে নিখুঁত হতে পারে না। মনে হয় বয়স বাড়ার সাথে আরও বেশি খুঁতখুঁতে হয়ে চলেছি, আমি বলি ভালোর তো কোনো শেষ নাই।

(১) অনেকে মনে করে মানুষ জন্ম থেকেই খুঁতখুঁতে স্বভাবের হয়ে থাকে। অনেক সময় শৈশব থেকে তরুন বয়স পর্যন্ত সময়সীমায়, মানুষের যখন ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে থাকে তখন একেক জন খুঁতখুঁতে স্বভাবের হয়ে উঠে। তেমনিভাবে বাবা মায়ের মানসিক প্রবণতা ও পারিবারিক ও পারিশ্রমিক পরিবেশও মানুষকে খুঁতখুঁতে হতে প্রভাবিত করে। সমাজ বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, সন্তানের প্রতি পিতা মাতার অত্যাধিক চাহিদা, সমালোচনা, প্রভৃতি একজনের মধ্যে খুঁতখুঁতে হওয়ার প্রবণতা গড়ে তুলতে পারে। বর্তমান বিশ্ব এখন প্রচণ্ড দ্রুত গতিতে ধাবমান, যোগাযোগ এক নিমিষে হয়ে যায়। মনে হচ্ছে এ গতি থামবার নয়। মানুষের চলার গতিও বেড়ে খুব চাপের সৃষ্টি করছে। এই চাপের ফলে মানুষ খুব বেশি মানসিকভাবে খুঁতখুঁতে হয়ে উঠছে। আমার ঘাড়ে কোনো কাজ। এসে ভর করে, তখন একটা সময়সীমা ও চোখ রাঙাতে থাকে, কত দ্রুত সময়ে সে কাজটি সমাধান করতে পারি, একই সাথে কয়টি কাজ দ্রুত বেগে, সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারি।

(২) আমার জীবন ধারণ ও উপার্জন করা নির্ভর করে মানুষ এই চাপের ধারায় দিশেহারা। একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কোন কাজ সমাধান করার ক্ষেত্রেই এসে যায় কাজের মানের বিষয়টি। অনেকে কাজটি সঠিকভাবে করতে চায়, আবার কারো লক্ষ্য থাকে নিখুঁতভাবে দ্রুত কাজটি করতে। নিখুঁতভাবে, সঠিকভাবে খুব দ্রুত বেগে কাজটি সমাধান করতে পারাকেই শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠে। এটা সত্য যে সঠিক কাজ দ্রুত সমাধান করতে গিয়ে মানের দিক থেকে নেমে যায়। এই সব পরিস্থিতিতে মানুষ আরও বেশি খুঁতখুঁতে স্বভাবের হয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় কাজটির আসল উদ্দেশ্য অপূর্ণ থেকে যায়।

বিশেষজ্ঞরা বলেন যে নিখুঁত হওয়ার বাসনা এমন এক তলোয়ার যার দুপাশই সমান ধার। এই প্রবণতায় একদিকে নিজেকে মনোন্নয়ন করতে উৎসাহী করে, অন্যদিকে অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে একরাশ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে, মানুষ খুঁতখুঁতে হয়ে উঠে। সাধারণভাবে দেখা যায় অতিমাত্রায় খুঁতখুঁতে মানুষ কখনো ভুল করতে চান না। যে কাজটি মাত্র শেষ হয়েছে, তাতেও পূর্ণ সন্তুষ্টি পান না। এ সমস্যা আরো প্রকট হয় যখন একজন মনে করেন যে তাদের কাজের মান খুবই উচুঁ, তখন তারা প্রত্যাশা করেন যে অন্যরাও কাজ করবে সেই উচ্চমানে। এ অবস্থায় প্রচন্ড উদ্বেগের সৃষ্টি হয় মানুষ খুঁতখুঁতে হতে হতে অবসাদে চলে যায়। সেই অবস্থায় সমালোচনা চলতে থাকে, কিন্তু এ সবই অযৌক্তিক, কারণ শ্রমিক প্রশিক্ষণের পরিবর্তে অসুখী হয়ে স্বস্থি হারায়। অকেজো হয়ে যায়।

(৩) বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় যে অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা চলছে এবং শিক্ষার্থীদের উপর পিতামাতা এবং অন্যান্য অভিভাবকগণ যে প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে তাতে করে শিক্ষার্থীরা অনেক ক্ষেত্রে নিজ নিজ স্বকীয়তা ও সৃজনশীলতা বিনষ্ট করে ফেলে। লিডারসীপ ট্রেইনার আন্দ্রেজ স্মীত বলেছেন যে, নিখুঁত হওয়ার বাসনা একজন মানুষকে শারীরিক ও মানসিক চাপে ফেলে বিষন্নতায় নিয়ে যায়। পারিবারিক সদস্যদের সাথে, অন্যদের সাথে, সম্পর্কের অবনতি হয়। জীবনে মাত্রাতিরিক্ত উদ্বেগ সহ্য করতে না পেরে মানুষ একা হয়ে যায়। তাদের দিয়ে সন্মিলিত ভাবে কোন দলের অংশ হয়ে শক্তভাবে কোন কাজ সুসম্পন্ন অসম্ভব হয়ে উঠে।

গবেষক রেবেকা নাইট বলেছেন যে একজন মানুষকে সঠিকভাবে বিচার করতে হবে। কোন কাজটি সর্বপ্রথম নিখুঁতভাবে করা প্রয়োজন কোনটি নয়, সে ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। এর অভাবে কোন কাজ সুসম্পন্ন হয় না, মানুষ খুঁতখুঁতে হয়ে নিজের ব্যর্থতা, নিজে মেনে নিতে পারে না।

খুঁতখুঁতে স্বভাব সামলাতে বা বদলাতে সর্বপ্রথম অন্যের সাথে নিজের তুলনা বন্ধ করতে হবে। নিজের কাজের সার্থকতা ও বিফলতা দুটোকেই মেনে নিতে হবে। যাতে করে নেতিবাচক মানসিকতা না গড়ে উঠে। নিজের ব্যর্থতা মেনে নিতে হবে এবং এর সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন মন সম্পূর্ণভাবে ভেঙে না যায়। নতুন উদ্দেশ্য ইতিবাচক মন নিয়ে বিকল্প পথে ব্যর্থ কাজটি সফলতার সাথে সুসম্পন্ন করতে হবে।

(৪) কাজ হাতে নেবার আগে বুঝতে হবে বাস্তব ক্ষেত্রে সেটা সংগতিপূর্ণ কিনা। অসম্ভব কোন প্রস্তাব বা লক্ষ্য কখনো সফলভাবে সম্পন্ন করা যাবে না, বাস্তবে তখন নিরাশ হতে হয়। অর্জনযোগ্য কোন লক্ষ্যকেই নিশানা করতে হবে। প্রয়োজনবোধে সমস্যাটি নিয়ে অন্যের সাথে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। দরকার পড়লে কাজের কিছু কিছু অংশ বাদ দিতে হবে, এমনটি আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশে, সম্পূর্ণ পরিকল্পনা বাদ দিতে হবে। তাতে ব্যয় সংকুলন হবে। খুঁতখুঁতে স্বভাবের মানুষের পক্ষে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা কষ্টসাধ্য। তবে কাজের অগ্রগতির সাথে ক্ষণে-ক্ষণে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা বা প্রয়োজনবোধে বিকল্প পথ অনুসরণ করা খুবই প্রয়োজনীয়, এ ব্যবস্থায় সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া যায়। কাজের উপর তখন বিশ্বাস অটুট থাকবে। মনে রাখতে হবে যে, কাজের উপর অটুট বিশ্বাসই মানুষকে শক্তি যোগায়। মানুষ সফল হয়।

"আমরা যতো নিজেদের বুঝতে শিখবো"
ততই আমরা সহনুভূতিশীল হবো;
ততই আমরা খুশি হব।"
দালাই লামা

তথ্যসূত্র : *হার্বাড বিজনেস্ রিভিউ*

বনপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:
বনপাড় পৌরসভা, ডাকঘর: হারোয়া, জেলা: নাটোর
রেজি. নং- বড়াই ১/১৯৮৫ সংশোধিত ০৩/০৯,০৬/১১
Phone & E-mail: 01718840505, bonpara.credit@gmail.com

স্মারক নং- বিসিসিসিইউ ৮৯/২০২১ তারিখ: ১১/০৯/২০২১খ্রি:

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বনপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: এর কার্যালয়ে জুনিয়র আই. টি অফিসার পদে ১জন এবং প্রকল্প উন্নয়ন ও বিপণন অফিসার পদে ১জন কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের কাছ থেকে ২৩/০৯/২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

বিস্তারিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অফিসের নোটিশ বোর্ডে দেওয়া আছে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে;

(সুব্রত রোজারিও)
চেয়ারম্যান

(শিল্পী ক্রুশ)
জেনারেল সেক্রেটারী

বিজ্ঞ/২৪৪/২১

ভুল ছিল

হেমন্ত ফ্রান্সিস মাংসাং

আমার এসএসসি পরীক্ষা হয়েছিল ২০১৬ সালে। পরীক্ষার কেন্দ্রটি ছিল আমাদের কলমাকান্দা থানার একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে। থানার মধ্যে যতগুলো বিদ্যালয় রয়েছে, সেই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের একই জায়গায় পরীক্ষা দিতে হত। আমি এখন যে গল্পটি লিখছি সেটা আমার বাস্তব জীবনের গল্প। শুধুমাত্র নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।

পরীক্ষা কেন্দ্রে বসার নিয়ম অনুসারে প্রতি বেঞ্চে দুজন করে বসতে পারবে। সামনে, পিছনে এবং পাশে অন্যান্য বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরা। আমার ভাগ্য ভাল ছিল বলে, আমার তিন পাশের তিনজনই মেয়ে। মেয়েগুলোর চেহারা এতো খারাপ ছিলনা। তবে আমার পাশে বসা মেয়েটি একটু বেশি সুন্দরী আর মিশুক প্রকৃতির। পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগেই তার সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ফাইলের এককোনায় ছোট করে আমার মোবাইল নম্বর লিখে নিল, আর বললো,"দোস্ত ফোন করবো।" প্রশ্নপত্র দেওয়ার পর চোখ দিয়ে ইশারা দিল এবং আস্তে বললো, "দোস্ত বইলো।" আমার পরীক্ষা ছিল এগারো দিনের। এই এগারো দিনে আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক এমন হলো, মনে হলো পাঁচ-ছয় বছরের বন্ধুত্ব। তার বিদ্যালয়ের বন্ধুদের সাথে আলাপ করার সময় যদি আমাকে দেখে, তাদের ছেড়ে আমাকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং কথা বলতে ছুটে আসতো। পরীক্ষা কেন্দ্রে এমন কোনো দিন নেই সে আমাকে প্রশ্ন করেনি। প্রায় অর্ধেক উত্তর আমার কাছ থেকে নিত। ছাত্র হিসেবে আমিও এতটা মেধাবী না। যা পারি তাই সহভাগিতা করতাম। কারণ আমি জানি যে, সে আমার দোস্ত। আমার জ্ঞান তো কেড়ে নিতে পারবেনা। খাতায় যা আছে তাই দেখে লিখবে। হয়তোবা আমার মনেও কোনো দুর্বলতা ছিল, সেই মেয়ের প্রতি। একে একে সকল পরীক্ষা শেষ। শেষের দিন সামনের পিছনের দুটো মেয়ে করমর্দন করে বিদায় জানাল। কিন্তু এগারোটি পরীক্ষা যে আমার কাছ থেকে দেখে লিখেছিল, সে চুপ করে পাশ কাটিয়ে গেল। ধন্যবাদও বললো না। ফোন করাতো দূরে থাক। তখন আমি অনুভব করলাম, মেয়েটি আসলে পরীক্ষায় সাহায্য পাওয়ার জন্য বন্ধু বলে অভিনয় করেছিল। সে আসলে প্রকৃত বন্ধু ছিল না। কারণ চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠে না। ওহ! মেয়েটির নাম বলতে ভুলে গেছি। তার নাম 'তানিয়া আক্তার তনু'। আর একটি কথা, প্রত্যেকদিন পরীক্ষা লিখতে আসতাম আরেকজন মেয়ের সাথে। তার নাম 'আঁখি'। তাকে কোনোদিনও ভাবিনি সে আমার বন্ধু। সে শুধু আমার সাথে একই মটর সাইকেলে আসা-যাওয়া করত এ পর্যন্তই। অথচ সে আমার এতদিনের ক্লাসমেট। একই ক্লাসরুমে বসে ক্লাস করি। রাস্তায় যেতে যেতে পরীক্ষার বিষয়ে আলোচনা হত। আজকের পরীক্ষা কেমন হয়েছে? আগামীকাল কেমন হবে? এসব বিষয়। একদিন ব্যাপ্তিষ্টদের এক মহাসভার আয়োজন করা হয়েছিল। পরের দিন আমাদের গণিত পরীক্ষা। আমার বন্ধুরা বলেছিল, অনুষ্ঠানে মজা হবে। আমাকেও প্রস্তাব দিল যেতে। আঁখিও আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল গাড়ির অপেক্ষায়। তাদের কথা সে শুনতে পেল এবং সে বললো "না, সে যাবেনা। আমরা এখন বাড়ি যাব, তোরা যা।" আমাকে প্রশ্ন করলো "তুই কোথায় যাবি? বাড়িতে নাকি সভাঅনুষ্ঠানে?" আমিও তার কথায় একমত হয়ে বাড়ি গেলাম। কারণ আঁখি জানে আমি কতটুকু মেধাবী। সকালবেলা শুনলাম বন্ধুরা নাকি অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছে। ক্লান্ত হওয়াতে পড়তে পারেনি, পরীক্ষা কোনোমতে দিয়েছে। কিন্তু আমার পরীক্ষা আমার জ্ঞানের তুলনায় ভাল হয়েছে। আর করোনা কালে এমন অসুস্থ হয়েছিলাম, খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলাম। চৌদ্দদিন পর সুস্থ হয়েছিলাম। সুস্থ হওয়ার পর সুযোগ নিয়ে ফেইসবুক একাউন্টে লগইন করলাম আর দেখি আঁখির অনেকগুলো এসএমএস। সকল এসএমএসই আমার সুস্থতা নিয়ে। বুঝতে পারলাম যে তার মধ্যে বন্ধুত্বের গভীরতা আছে। না হলে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে চেনা, কোনো যোগাযোগ নেই ২০২০ খ্রিস্টাব্দে আমার অসুস্থের খবর নেওয়া! আশ্চর্যের ব্যাপার! তাই তাকে জিজ্ঞেস করলাম আমার অসুস্থতার খবর পেল কীভাবে। সে বলেছিল মা নাকি খ্রিস্টযাগে আমার সুস্থতা কামনা করে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেছিলেন। সে কথা আমি নিজেও জানতাম না। কথাটা শোনার সাথে সাথে আমার মনে হলো, সেই আরোগ্যদাতা যিশুকে। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম সেই বন্ধু যিশুকে। মনে করেছিলাম আমি নিজে থেকে সুস্থ হয়েছি। কিন্তু আঁখি মনে করিয়ে দিয়েছিল আমি নিজে নয়, খ্রিস্ট আমাকে সুস্থ করে তুলেছেন।

একথা ভাবতে লজ্জা লাগে। যিনি আমার পাপের জন্য জীবন দিয়েছেন সেই বন্ধুকে ভুলে যাই। আঁখি আমার এতদিনের ক্লাসমেট, তবুও তাকে বন্ধু ভাবিনি। অথচ সেই এগারো দিনের চেনা মেয়েটিকে পরীক্ষার খাতা উজাড় করে দিয়েছিলাম। বাস্তব জীবনে এমনটাই ঘটে।

শিক্ষা: আমার মতো ভুল করতে যেওনা, তানিয়া আক্তার তনুর মতো বিশ্বাসঘাতকতা করোনা। আঁখির মতো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোল॥

ক্ষমা ভিক্ষা

পদ্মা সরদার

ক্ষমা করো মোরে প্রভু
আমি যে পাপী জ্ঞানে-অজ্ঞানে
করেছি কতো পাপ
ক্ষমা করো মোরে এবারের তরে
দিও নাকো প্রভু শাপ।
নিজেরই অজান্তে করেছি ক্ষতি
আপন জ্বালা মিটাতে
বুঝিনি সে ব্যথা বিধিবে কতো
ঝরাবে বুকের রক্ত এতো।
যার হারায় সেই বোঝে শুধু
বুঝিবে কেমনে অন্য
না ভেবে কিছু করেছি যে ভুল
ক্ষমা চাই তার জন্য।
আজ থেকে প্রভু ঠাঁই দিও মোরে
তোমার পায়ের ধুলিতে
শুচি করো মোর অশুচি হৃদয়
শক্তি দিও পাপ ভুলিতে।
আর যেন কভু না যাই কুপথে
ধৈর্য দিও রুখিতে আবেগ
আর প্রভু গো করিব না ভুল
জাগ্রত করো তুমি মোর বিবেক॥

দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লিমিটেড

The Central Association of Christian Co-operatives (CACCO) Limited

(স্থাপিতঃ ১ মে, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ, রেজিষ্ট্রেশন নং-০৫, তারিখ: ১৯ জুলাই, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ)

ফোন: ০২-৫৮১৫৪৭৭১, মোবাইলঃ ০১৭৯৬-২৩২০১৬, ই-মেইলঃ caccoltd@gmail.com

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লিমিটেড-এ নিম্নে বর্ণিত পদে নিয়োগের জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে যোগ্য খ্রীষ্টান প্রার্থীদের নিকট থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। পদের জন্য যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য শর্তাবলী :-

ক্রঃ নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	লিঙ্গ	বেতন	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য
১	প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণ ও অডিট কর্মকর্তা	০১ টি	পুরুষ/মহিলা	কাক্‌কো লিঃ-এর পে-স্কেল অনুযায়ী	❖ হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী হতে হবে। ❖ কম্পিউটার এমএস ওয়ার্ড, এমএস এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, একাউন্টিং সফটওয়্যার এবং ইন্টারনেট অপারেশনে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হতে হবে। ❖ সমবায় সমিতি আইন, বিধি-উপবিধি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। ❖ বয়স ৩০ থেকে ৪৫ এর মধ্যে হতে হবে (অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বয়স শিথিল যোগ্য)। ❖ সমবায় সমিতিসমূহের অডিট করার কাজে নূন্যতম ৫বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ❖ সমবায় সমিতিসমূহ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ❖ প্রবেশনারি পিরিয়ড ৬ (ছয়) মাস সর্বসাকুল্যে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা মাত্র বেতন প্রদান করা হবে। ❖ সমবায় সমিতির হিসাব পত্র সম্বন্ধে পারদর্শী হতে হবে। ❖ আন্ত ও বর্হি যোগাযোগে দক্ষ হতে হবে। ❖ উদ্দ্যোগী ও উদ্যোমী হতে হবে। ❖ প্রার্থীর নিজে নিজে কাজ করার মত মনোভাব থাকতে হবে। ❖ বিভিন্ন জায়গায় সমবায় সমিতিসমূহে যাতায়াত করার ব্যপারে আগ্রহী হতে হবে।
২	অফিস সহকারী	০১ টি	পুরুষ	কাক্‌কো লিঃ-এর পে-স্কেল অনুযায়ী	❖ শিক্ষাগত যোগ্যতা নূন্যতম এসএসসি পাশ। ❖ বয়স ১৮ থেকে ৩০ এর মধ্যে হতে হবে। ❖ প্রবেশনারি পিরিয়ড ৬ (ছয়) মাস সর্বসাকুল্যে ১১,০০০/- (এগারো হাজার) টাকা মাত্র বেতন প্রদান করা হবে। ❖ উপস্থিত জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে। ❖ কমপক্ষে এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

আবেদনের শর্তাবলী :-

১. ক) প্রার্থীর নাম, খ) পিতা/স্বামীর নাম, গ) মাতার নাম, ঘ) জন্ম তারিখ, ঙ) বর্তমান ঠিকানা, চ) স্থায়ী ঠিকানা, ছ) শিক্ষাগত যোগ্যতা, জ) ধর্ম, ঝ) জাতীয়তা, ঞ) ২ জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা এবং আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক ও মোবাইল নম্বর উল্লেখসহ আবেদনপত্র আগামী ১৪ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, বিকাল ৫টার মধ্যে সরাসরি/ডাকযোগে/ই-মেইল/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিম্নে উল্লেখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

২. আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদ পত্রের অনুলিপি, জাতীয়তার সনদ পত্র, চারিত্রিক সনদ পত্র ও সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দিতে হবে।

৩. খামের উপর পদের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।

৪. চাকুরীরত প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

৫. প্রবেশনারি পিরিয়ড ৬ মাস। চাকুরী স্থায়ীকরনের পর কাক্‌কো লিঃ -এর বেতন স্কেল অনুযায়ী বেতন ও ভাতা প্রদান করা হবে।

৬. আগ্রহী প্রার্থীকে অবশ্যই সৎ, কর্মঠ এবং সেবামূলক কাজে উদ্যোগী হতে হবে।

৭. প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র উপযুক্ত প্রার্থীদের মোবাইল ফোন ও ই-মেইলের মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য জানানো হবে। সাক্ষাতকারের সময় প্রার্থীর মূল কাগজপত্র প্রদর্শন করতে হবে।

৮. কোন প্রকার তদবির বা সুপারিশ প্রার্থীর অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

৯. ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গন্য হবে।

১০. লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য কোন প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।

১১. এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা ঃ-

চেয়ারম্যান/সেক্রেটারী
দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লিমেটেড
ঢাকা ক্রেডিট সেবা কেন্দ্র
৮/ক (সাধনপাড়া), পূর্বরাজাবাজার
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
E-mail:caccoltd@gmail.com

নির্মল রোজারিও
চেয়ারম্যান, কাক্‌কো লিঃ

ডমিনিক রঞ্জন পিউরীফিকেশন
সেক্রেটারী, কাক্‌কো লিঃ

বিজ্ঞ/২৪৯/২১

জাতীয় ওয়াইসিএস এনিমেটর গঠন ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা - ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

এপিসকপাল যুব কমিশনের আয়োজনে গত ১৯ আগস্ট, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, মোহাম্মদপুর আরএনডিএম রিনূয়্যাল সেন্টারে 'জাতীয় ওয়াইসিএস এনিমেটর গঠন ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০২১' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালার মূলসুর ছিল: "ওঠে দাঁড়াও। তুমি যা দেখেছ তার সাক্ষীরূপে আমি তোমাকে নিযুক্ত করলাম।" *(শিষ্যচরিত ২৬:১৬)* বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ থেকে মোট ৪২ জন এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

মোহাম্মদপুর আরএনডিএম রিনূয়্যাল সেন্টার উদ্বোধন করার পর সর্বপ্রথম এপিসকপাল যুব কমিশনের আয়োজনে প্রদীপ প্রজ্বলন, উদ্বোধনী প্রার্থনা, কোর্স পরিচিতি, প্রাক-প্রশিক্ষণ ধারণা এবং স্বাগত বক্তব্যের মধ্যদিয়ে 'জাতীয় ওয়াইসিএস এনিমেটর গঠন ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০২১' এর যাত্রা শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আরএনডিএম সম্প্রদায়ের প্রভিন্সিয়াল সিস্টার পূরুবী পাক্কালিনা চিরান আরএনডিএম, সিস্টার প্রভা কর্মকার আরএনডিএম ও অন্যান্য টিম মেম্বার। সিস্টার পূরুবী পাক্কালিনা চিরান সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সেন্টারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেন এবং অংশগ্রহণকারীদের সাধু পলের মতো শৌল থেকে পল হয়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করেন।

কর্মশালার ১ম অধিবেশনে জাতীয় ওয়াইসিএস এনিমেটর গঠন ও প্রশিক্ষণ কর্মশালার মূলসুর **"ওঠে দাঁড়াও। তুমি যা দেখেছ তার সাক্ষীরূপে আমি তোমাকে নিযুক্ত করলাম।"** *(শিষ্যচরিত ২৬:১৬)* এর উপর সহভাগিতা করেন ব্রাদার উজ্জ্বল প্লাসিড পেরেরা সিএসসি, নির্বাহী সচিব ও জাতীয় যুবসমন্বয়কারী, এপিসকপাল যুব কমিশন। তিনি তার সহভাগিতায় ম্রিয়মান হয়ে পড়া যুবাদের পুনরায় উঠে দাঁড়াতে, অবিশ্বাস ও উদাসীনতার জীবন থেকে উত্থিত হয়ে যিশুর ভালবাসার সাক্ষ্য অন্যদের কাছে বহন করতে অনুপ্রাণিত করেন। ২য় অধিবেশনে "Students' Reality for Covid-19 and Implementation of YCS Method' এই বিষয়ের উপর সহভাগিতা করেন ব্রাদার ড. লিও জেমস পেরেরা সিএসসি, পিন্সিপাল, সেন্ট যোসেফ স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। তিনি অংশগ্রহণকারীদের দলীয় কাজের মধ্যদিয়ে বর্তমানে বৈশ্বিক মহামারীর কারণে শিক্ষার্থী হিসেবে সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, মানসিক, আত্মিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত যে পরিবর্তনগুলো তারা অভিজ্ঞতা করছে তার চ্যালেঞ্জপূর্ণ দিকগুলো ওয়াইসিএস পদ্ধতির মধ্যদিয়ে কীভাবে নিরসন করা যায় সে ব্যাপারে যুবাদের আলোকিত করেন। ৩য় অধিবেশনে "History, Identity and Challenges of YCS" এ বিষয়ে সহভাগিতা করেন সিস্টার রোজলীন সন্ধ্যা রোজারিও আরএনডিএম, জাতীয় এনিমেটর, ওয়াইসিএস বাংলাদেশ এবং ৪র্থ অধিবেশনে "Methodology of YCS and Role Modeling of an Animator" এ বিষয়ে সহভাগিতা করেন ব্রাদার উজ্জ্বল প্লাসিড পেরেরা সিএসসি। অতপর, অংশগ্রহণকারীগণ ৪টি দলে বিভক্ত হয়ে দলীয় কাজ উপস্থাপন করেন। কর্মশালার সমাপনী পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার জনি ফিনি ওএমআই। রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে 'জাতীয় ওয়াইসিএস এনিমেটর গঠন ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০২১' এর সমাপ্ত হয়॥

বেনীদুয়ার ধর্মপল্লীতে মা-মারীয়ার জন্মদিন পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ বিগত ৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ বুধবার যিশুর পবিত্র হৃদয়ের গির্জা বেনীদুয়ার ধর্মপল্লীতে বিভিন্ন গ্রামের মায়েদের নিয়ে অর্ধদিনব্যাপী মা-মারীয়ার জন্ম উৎসব পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রায় ৩৫০ জন মা ও কয়েকজন ছেলে-মেয়ে উপস্থিত ছিল। পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে মা-মারীয়ার জন্মদিনের উৎসব শুরু করা হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ধর্মপল্লীর সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার বাপ্পী এন ক্রুশ তিনি তার উপদেশে বলেন- মা মারীয়া হলেন আমাদের সকলের মা, তাই আমাদের এই মাকে যেন আমরা জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাই 'শুভ জন্মদিন, বলে। যেমনটি পরিবারের কারো জন্মদিন থাকলে আমরা তাকে শুভেচ্ছা জানাই। মা-মারীয়া সর্বদা আমাদের লালন ও পালন করেন, যত্ন নেন। পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর সেমিনারীয়ান সনেট কস্তা মা-মারীয়ার জীবনের উপর সহভাগিতা করেন। ফাদার বাপ্পী এন. ক্রুশ পরিবারে মায়েদের গুরুত্ব ও ভূমিকার কথা তুলে ধরেন, অতঃপর সিস্টার শান্তি সিআইসি মায়েদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে সহভাগিতা করেন। পরিশেষে সকলে মায়ের নিকট রোজারিমালা প্রার্থনা করে ও দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে মা-মারীয়ার জন্ম দিনের অনুষ্ঠান শেষ করা হয়॥

নাগরী ধর্মপল্লীর প্রতিপালকের পর্ব উদ্‌যাপন

রিগ্যান পিউস কস্তা ▯ নয়দিন ব্যাপী নভেনার মধ্যদিয়ে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি গ্রহণ করার পর গত ১০ সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার নাগরী ধর্মপল্লীতে অতি আনন্দের সাথে মহাসমারোহে পালিত হয়ে গেল ধর্মপল্লীর প্রতিপালক টলেন্টিনুর সাধু নিকোলাসের পার্বণ। পর্বদিনের বিশেষ খ্রিস্টযাগে অংশ নেয় ১১ জন যাজক, স্থানীয় ধমপল্লী ও অন্যান্য ধর্মপল্লী থেকে আগত ব্রতধারিণী-ব্রতধারিণীগণ ও খ্রিস্টভক্তগণ। উক্ত পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। তিনি সাধু নিকোলাসের জীবন সমন্ধে ও তার কাজ সমন্ধে সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন "সাধু নিকোলাসের বাবা-মা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ও প্রার্থনাশীল । তারা সাধু নিকোলাসকে সব ধরনের ভাল শিক্ষা দান করেছেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে সাধু নিকোলাস তাঁর জীবনে উদারতা, মানুষের প্রতি ভালবাসা, দরিদ্রদের প্রতি সেবা, খ্রিস্টযাগের প্রতি গভীর ভালবাসা, অসুস্থদের প্রতি যত্ন, সাক্রামেন্তের প্রতি বিশ্বস্থতা, দয়া-মায়া ও সেবার আদর্শের মধ্যদিয়ে পবিত্র হয়ে উঠেছিলেন। সাধু নিকোলাস প্রতিনিয়ত ঈশ্বরকে 'আমাদের মঙ্গলময় ঈশ্বর' রূপে সম্বোধন করতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে সুস্থতা আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে।" খ্রিস্টযাগ সমাপ্ত হবার পর নাগরী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার জয়ন্ত গমেজ সকল ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার, খ্রিস্টভক্তগণ এবং যারা বিভিন্নভাবে এই পর্বদিনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সহায়তা করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। খ্রিস্টযাগের পরপরই গির্জার পশ্চিম গেটের কাছে বেদীমঞ্চে সাধু নিকোলাসের মূর্তি আশীর্বাদ করা হয়, মূর্তিটি প্রদান করেন সুজাপুর গ্রামবাসী। পর্ব দিবসকে কেন্দ্র করে বিকেলে সেন্ট নিকোলাস স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্র বনাম নাগরী ধর্মপল্লীর যুবকদের মাঝে প্রীতি ফুটবল খেলা আয়োজন করা হয়। ৪-১ গোলে সেন্ট নিকোলাস স্কুল এন্ড কলেজ বিজয়ী হয়॥

ফৈলজানা ধর্মপল্লীতে ভেলেঙ্কিনী মারীয়ার পর্ব পালন

ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি ▯ বিগত ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ বুধবার ফৈলজানা ধর্মপল্লীতে ভেলেঙ্কিনী মারীয়ার পর্ব পালন করা হয়। এ পর্ব উপলক্ষে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি স্বরূপ ৯ দিন ব্যাপী নভেনা প্রার্থনা করা হয়। এ দিন খ্রিস্টযাগ আরম্ভ হয় সকাল ৮টায়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন পালক পুরোহিত ফাদার এ্যাপোলো রোজারিও সিএসসি এবং উপদেশ-বাণী রাখেন সহকারী পালক পুরোহিত ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি। উপদেশে তিনি বলেন, "মা মারীয়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ব্যক্তিকে দেখা দিয়ে এবং অনেক আশ্চর্য কাজ করে প্রকাশ করেছেন যে, তিনি তাঁর সন্তান হিসেবে আমাদের কতো ভালবাসেন এবং তিনি আমাদের কত মঙ্গল চান। উল্লেখ্য, ফৈলজানা ধর্মপল্লীর নবনির্মিত গ্রোটোটি ভেলেঙ্কিনী মারীয়ার নামে প্রতিষ্ঠিত। তাই আড়ম্বরে এ পর্ব উদ্‌যাপন করতে ফৈলজানা ধর্মপল্লীর মারীয়া সেনাসংঘের সদস্যাগণ সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন। এদিন খ্রিস্টযাগের পর তারা মা মারীয়ার জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটেন এবং পরস্পর সহভাগিতা করেন। খ্রিস্টযাগের শেষে পাল-পুরোহিত ফাদার এ্যাপোলো রোজারিও সিএসসি সকলের ভক্তিপূর্ণ ও সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে সকল খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে আশীর্বাদিত বিস্কুট বিতরণ করা হয়॥

চুকনগর উপ-ধর্মপল্লীতে যুব সম্মেলন

নিকোলাস বিশ্বাস ▯ গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশন, খুলনা এর উদ্যোগে খুলনা ধর্মপ্রদেশের সেন্ট যোসেফ্‌স ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর অন্তর্গত চুকনগর

উপ-ধর্মপল্লীতে ৫০জন যুবক-যুবতীদের নিয়ে ধর্মপল্লী ভিত্তিক যুব সম্মেলন উদ্‌যাপন করা হয়। উক্ত সম্মেলনের মূলসুর ছিল, "উঠে দাঁড়াও, তুমি যা দেখছ তার সাক্ষীরূপে আমি তোমাকে নিযুক্ত করলাম।" *(শিষ্যচরিত - ২৬:১৬)* উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ফাদার নরেন জে বৈদ্য, পরিচালক, সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার সেমিনারী, খুলনা, আলফ্রেড রণজিৎ মন্ডল, প্রধান শিক্ষক, সেন্ট যোসেফ্‌স উচ্চ বিদ্যালয়,খুলনা, ফাদার রিপন সরদার, সহকারী যুব সমন্বয়কারী, ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশন, খুলনা এবং আরও ব্যক্তিবর্গ। সম্মেলনের মূল বিষয়টি নিয়ে সহভাগিতা করেন ফাদার নরেন জে বৈদ্য। এর পরে সমাজে যুবাদের দায়িত্ব নিয়ে সহভাগিতা করেন আলফ্রেড রণজিৎ মন্ডল। সেই সাথে যুব কমিশনের সার্বিক বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করেন নিকোলাস উজ্জ্বল হালদার। উক্ত সম্মেলনে করোনা ভাইরাসের সংক্রমন রোধে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সম্মেলনটি আয়োজন, পরিচালনা ও সার্বিক সহযোগিতা করেন ফাদার রকি ডেভিড গমেজ এস এক্স॥

নিজপাড়া ধর্মপল্লীতে মারীয়ার সেনাসংঘ দিবস উদ্‌যাপন

সিস্টার সুফলা মিঞ্জি সিআইসি ▯ ৮ সেপ্টেম্বর, বুধবার ২০২১ খ্রিস্টাব্দ নিজপাড়া ধর্মপল্লীতে খুবই আনন্দের সাথে মারীয়ার সেনা সংঘ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এতে তিনটি গ্রামের ৬০ জন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির জন্য সেনা সংঘ নয় দিন নভেনা করে এবং শেষ দুই দিন পর্যায়ক্রমে সকলে পুনর্মিলন (পাপস্বীকার) সংস্কার গ্রহণ করে। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন পাল-পুরোহিত ফাদার পিটার সরেন এবং তাকে সহযোগিতা করেন সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার অভিদিও লাকড়া।

পবিত্র খ্রিস্টযাগের পরে চা-বিরতি ছিল এবং পরে ফাদার পিটার সরেন-এর পরিচালনায় কিছুসময় সহভাগিতা ও মুক্তালোচনা করা হয়। পরে শান্তিরাণী সিস্টারগণ ও সেচ্ছাসেবকদের পরিচালনায় নারীগণ আকর্ষণীয় খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করেন এবং আনন্দ উপভোগ করে। দুপুরে একসাথে আহারের পর ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে মারীয়ার সেনা সংঘের সদস্যাগণ দিনটিকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। সমাপ্তিলগ্নে পাল-পুরোহিত ফাদার পিটার সরেন সকলকে আহ্বান করেন- এই মারীয়ার সেনা সংঘকে আরোও জোরদার করার জন্য এবং ধর্মপল্লীর অন্যান্য সকল গ্রামে এর কার্যক্রম চালু করার জন্য। অতঃপর তিনি সকলকে ধন্যবাদ ও প্রত্যেকের হাতে ক্ষুদ্র উপহার প্রদান করেন এবং প্রার্থনা ও আশীর্বাদের মধ্যদিয়ে দিবসের কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

মথুরাপুর খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

ডাকঘর: মথুরাপুর, **উপজেলা:** চাটমোহর, **জেলা:** পাবনা
রেজিঃ নং- ১/৮৪ সংশোধিত -১/২০০৮, মোবাইল নং: ০১৩০২-৩৯৮১২৯,
Email : mcccu1963@gmail.com

৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

স্মারক: সা- এজিএম/৫৫৭/২১ *তারিখ-১৪/০৯/২০২১ খ্রিস্টাব্দ*

এতদ্বারা মথুরাপুর খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সকল সম্মানিত সদস্য-সদস্যাকে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২২ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ১০টা সময় মথুরাপুর সেন্ট রীটাস্ প্রাইমারী স্কুল প্রাঙ্গণে অত্র ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর ৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সকাল ৮টা হতে শুরু হবে।

অতএব, উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রতিবেদনসহ যথা সময়ে উপস্থিত হয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

**** আলোচ্য সূচী :-**

০১। ব্যবস্থাপনা কমিটির বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন।
০২। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক হিসাব বিবরণী পেশ ও অনুমোদন।
০৩। আগামী ২০২১-২০২২ ও ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের আয়-ব্যয়ের বাজেট পেশ ও অনুমোদন।
০৪। বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ ও অনুমোদন।
০৫। বিবিধ।
০৬। দুপুরের আহার।
০৭। লাকী কুপন ড্র।
০৮। সভার সমাপ্তি ঘোষণা।

সমবায়ী প্রীতি ও শুভেচ্ছান্তে –

ইগ্নাসিউস গমেজ
চেয়ারম্যান
মথুরাপুর খ্রি: কো-অপা: ক্রে: ইউ: লি:

সুবল গমেজ
সেক্রেটারী
মথুরাপুর খ্রি: কো-অপা: ক্রে: ইউ: লি:

[বিশেষ দ্রষ্টব্য:- করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রান্ত সরকারী জরুরী সকল নির্দেশনা পরিপালনীয়।]

অনুলিপি: ১। জেলা সমবায় অফিসার, পাবনা।
২। উপজেলা সমবায় অফিসার, চাটমোহর, পাবনা।

স্মারক : সা- ০৩/৫৫১/২১ তারিখ-১১/০৯/২১ খ্রিস্টাব্দ

বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা মথুরাপুর খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সকল সম্মানিত সদস্য-সদস্যা ও সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পরিচালক মণ্ডলীর নিয়মিত মাসিক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ১২ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার, সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত (বিরতিহীন ভাবে) মথুরাপুর সাধ্বী রীতার গির্জা প্রাঙ্গণে অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন সমিতির সদস্য/সদস্যাগণের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করে নির্বাচনকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্য সূচী: পরিচালক মণ্ডলীর নির্বাচন ২০২১।

সমবায়ী প্রীতি ও শুভেচ্ছান্তে-

ইগ্নাসিউস গমেজ
চেয়ারম্যান
মথুরাপুর খ্রি. কো-অ.ক্রে.ই.লি:

সুবল গমেজ
সেক্রেটারী
মথুরাপুর খ্রি. কো-অ.ক্রে.ই.লি:

সংযুক্ত: উক্ত নির্বাচনের জন্য প্রণীত "সমবায় সমিতি আইন ২০০১ ও সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ এর ধারা ৩৭ মোতাবেক" খসড়া ভোটার তালিকা প্রনয়ণ করে নোটিশ বোর্ডে দেয়া হয়েছে, এ বিষয়ে কারও কোন আপত্তি থাকলে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ হতে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে পরিচালক মণ্ডলীর নিকট লিখিতভাবে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় অত্র খসড়া ভোটার তালিকাকে চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে।

অনুলিপি- সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো:

০১। সকল সদস্য/সদস্যা মথুরাপুর খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:
০২। জেলা সমবায় কর্মকর্তা, পাবনা।
০৩। উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, চাটমোহর।
০৪। অফিস নথি, সংশ্লিষ্ট ক্রেডিট ইউনিয়ন।
০৫। নোটিশ বোর্ড, সংশ্লিষ্ট ক্রেডিট ইউনিয়ন।

বিজ্ঞ/২৪৫/২১

মট্‌স
মিরপুর এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কসপ এন্ড ট্রেনিং স্কুল
(কারিতাসের একটি ট্রাস্ট)

MAWTS
Mirpur Agricultural Workshop & Training School
(A Trust of Caritas)

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

মট্‌স কারিতাস বাংলাদেশের একটি ট্রাস্ট। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে কারিতাস সুইজারল্যান্ডের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় মট্‌স প্রতিষ্ঠিত এবং বর্তমানে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অধিভূক্ত। মট্‌স কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে দেশের শীর্ষ স্থানীয় একটি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মানসম্মত কারিগরি প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সেবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে হাতে-কলমে (on the job training) বিভিন্ন কারিগরি কাজ শিখিয়ে দেশ/বিদেশের জন্য দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষে মট্‌স-এ BTEB অনুমোদিত বিভিন্ন টেকনোলজিতে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সসহ দুটি ট্রেড তিনবছর মেয়াদি লং টার্ম মেকানিক্যাল কোর্সে (এলটিএমসি) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু রয়েছে। এ ছাড়া ৮০ ধরনের মডুলার প্রশিক্ষণ কোর্স, স্কীল টেস্ট, বিভিন্ন এসোসিয়েশনের সাথে সীপ(SEIP) প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু রয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সহায়তার জন্য নিম্নবর্ণিত পদে চুক্তিভিত্তিক ও খন্ডকালীন নিয়োগসহ প্যানেল তৈরীর লক্ষ্যে আগ্রহীপ্রার্থীদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।

পদের বিবরণ	শিক্ষাগতযোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও মাসিক বেতন
১. পদবী: ইনস্ট্রাক্টর (Non-tech) বিষয় ও পদের সংখ্যা: ক) গণিত: চুক্তিভিত্তিক - ১ জন খ) রসায়ন বিজ্ঞান: খণ্ডকালীন - ১ জন	১. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ ২. কমপক্ষে তিন বছরের শিক্ষকতা কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা; ৩. কম্পিউটার (MS word/ Excel) ও E-mail চালনায় পারদর্শী। ৪. মাসিক বেতন/ভাতা আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।
২. পদবী: এসিস্ট্যান্ট ইনস্ট্রাক্টর (ডিপ্লোমা) টেকনোলজি ও পদের সংখ্যা: ক) অটোমোবাইল: চুক্তিভিত্তিক - ২ জন খ) সিভিল: চুক্তিভিত্তিক - ২ জন গ) ইলেক্ট্রিক্যাল: চুক্তিভিত্তিক - ৩ জন ঘ) ইলেক্ট্রনিক্স: খণ্ডকালীন - ২ জন ঙ) মেকানিক্যাল: চুক্তিভিত্তিক - ২ জন	১. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা (সিজিপিএ ৩.৫০) অথবা বি.এসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ; ২. কমপক্ষে তিন বছরের শিক্ষকতা/প্রশিক্ষণ কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা; ৩. কম্পিউটার (MS word/ MS Excel) ও E-mail চালনায় পারদর্শী। ৪. মাসিক বেতন/ভাতা আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।
৩. পদবী: এসিস্ট্যান্ট ইনস্ট্রাক্টর (মডুলার) টেকনোলজি ও পদের সংখ্যা: ক) সিভিল: চুক্তিভিত্তিক - ১ জন, খ) আরএসি: চুক্তিভিত্তিক - ২ জন	১. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা (সিজিপিএ ৩.৫০) বা বি.এসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ; ২. কমপক্ষে ০৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; ৩. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষকতা/প্রশিক্ষণ পেশায় অভিজ্ঞ প্রার্থী অগ্রগন্য; ৪. কম্পিউটার (MS word/ Excel) ও E-mail চালনায় পারদর্শী। ৫. মাসিক বেতন/ভাতা আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।

আবেদনের শর্তাবলী:

১. **জীবন বৃত্তান্ত:** (ক) প্রার্থীর নাম (খ) পিতা/স্বামীর নাম (গ) মাতার নাম (ঘ) জন্ম তারিখ ও NID নাম্বার (ঙ) স্থায়ী ঠিকানা (চ) যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর (ছ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা (জ) ২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক উল্লেখসহ সাদা কাগজে নিম্ন সাক্ষরকারী বরাবরে আবেদন করতে হবে।

২. **বয়স:** সকল পদের ক্ষেত্রে বয়স ২৫ হতে ৩৫ বৎসর (৩০/০৯/২০২১ অনুযায়ী)। তবে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।

৩. **আবেদন পত্রের সাথে অবশ্যই** (ক) শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র ও মার্কশীটের সত্যায়িত কপি (খ) জাতীয়তা ও চারিত্রিক সনদপত্র (গ) অভিজ্ঞতা সনদপত্রের সত্যায়িত কপি (ঘ) NID-এর ফটোকপি (ঙ) সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করে জমা দিতে হবে।

৪. প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র যোগ্য প্রার্থীদের বর্তমান ঠিকানায় বাছাই পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ডাকা হবে।

৫. নির্বাচিত প্রার্থীকে সম্পূর্ণ চুক্তি ভিত্তিক ও খণ্ডকালীন (class হিসেবে) নিয়োগ দেয়া হবে ও সংস্থার নিয়মানুযায়ী সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে।

৬. ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।

৭. মহিলা এবং আদিবাসী ও পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৮. ধূমপায়ী প্রার্থীদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

৯. আবেদনপত্র অবশ্যই ডাকযোগে পাঠাতে হবে, কোনক্রমেই সরাসরি কিংবা হাতে হাতে জমা দেয়া যাবে না।

১০. যে কোন ধরনের সুপারিশ বা যোগাযোগ প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে। এই বিজ্ঞপ্তি কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় স্থগিত বা বাতিল করার সর্বময় ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

১১. খামের উপর পদের নাম উল্লেখসহ আবেদন পত্র আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে *ডাকযোগে* নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

পরিচালক, মটস
১/সি-১/এ, পল্লবী, মিরপুর-১২
ঢাকা-১২১৬।

MAWTS, 1/C-1/A, Pallabi, Mirpur-12, Dhaka-1216, Bangladesh, Web: www.mawts.org
Tel: +880-2-9002544, 9033810, 9002493, Fax: +880-2-9031107, E-mail: mawts@caritasmc.org

বিজ্ঞ/২৪৮/২১

"সঞ্চয় আমাদের মূল লক্ষ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ আমাদের স্বপ্ন"

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
Nagari Christian Co-operative Credit Union Ltd.

(স্থাপিত: ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ, রেজি. নং ২৩/৮৪, সংশোধিত: ০৪/২০)
নাইট ভিনসেন্ট ভবন, ডাকঘর: নাগরী, উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।
মোবাইল নং: ০১৭১-৬৮৯৮৯২৯, ই-মেইল: nagari_cccu@yahoo.com

বিজ্ঞপ্তির তারিখ:১৯/০৯/২০২১খ্রী:

৫৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই, ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত)

তারিখ : ০৮/১০/২০২১ খ্রীষ্টাব্দ, রোজ: শুক্রবার
সময় : সকাল-০৯:০০ হতে দিনব্যাপী
স্থান : সেন্ট নিকোলাস উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

এতদ্বারা নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০৮/১০/২০২১ খ্রীষ্টাব্দ, রোজ: শুক্রবার, সময়: সকাল-০৯:০০ হতে দিনব্যাপী নাগরীর সেন্ট নিকোলাস উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমিতির ৫৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম সকাল ০৯:০০ ঘটিকা হতে শুরু হবে। সকল সদস্য/সদস্যাদেরকে নিজ নিজ পাশবহি/সমিতির আইডি কার্ড ও বিজ্ঞপ্তি সঙ্গে নিয়ে উক্ত সভায় যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে এবং অংশগ্রহণ করে সভা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সাধারণ সভার আলোচ্যসূচী :

০১। (ক) উপস্থিতি গণনা ও কোরাম পূর্তি লটারী প্রদান;
(খ) আসন গ্রহণ:
(গ) জাতীয় সংগীত, জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন;
(ঘ) পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ ও প্রার্থনা;
(ঙ) মিনিটস সেক্রেটারী নিয়োগ;
০২। মৃত প্রাক্তন কর্মকর্তা ও মৃত সম্মানিত সদস্য/সদস্যাদের আত্মার কল্যাণার্থে প্রার্থনা ও নিরবতা পালন;
০৩। বক্তব্য পর্ব: (ক) চেয়ারম্যানের স্বাগত বক্তব্য (খ) প্রধান অতিথির বক্তব্য (গ) বিশেষ অতিথিবৃন্দের বক্তব্য;
০৪। ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন;
০৫। ব্যবস্থাপনা পরিষদ কর্তৃক বার্ষিক কার্যক্রম প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন;
০৬। বার্ষিক হিসাব বিবরণী পেশ ও অনুমোদন;
০৭। (ক) প্রস্তাবিত আয় বন্টন হিসাব উপস্থাপন ও অনুমোদন;
(খ) নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
০৮। প্রস্তাবিত বাজেট পেশ, পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
০৯। ঋণদান কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন;
১০। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন;
১১। সদস্য পদ বহিস্কার সম্পর্কে অবহিতকরণ করা প্রসঙ্গে;
১২। বিভিন্ন ধরণের প্রস্তাবনা পেশ ও অনুমোদন;
১৩। ব্যবস্থাপনা পরিষদের বহুবিধ কার্যক্রম;
১৪। বিবিধ;
১৫। খাবার সামগ্রী বিতরণ (মধ্যাহ্ন ভোজ);
১৬। ভাইস-চেয়ারম্যান কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপ্তি ঘোষণা;
১৭। লটারী-ড্র (লটারীতে অংশগ্রহণকারীকে অবশ্যই সভায় স্ব-শরীরে উপস্থিত থাকতে হবে);

উল্লেখিত দিনে সভায় যথাসময়ে অংশগ্রহণ করে বার্ষিক সাধারণ সভা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাবৃন্দকে বিনীতভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

শর্মিলা রোজারিও
সেক্রেটারী
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য:
ক) সমবায় সমিতি আইন ২০০১, (২০০২ সনে ও ২০১৩ সনে সংশোধিত) এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য-সদস্যা সমিতিতে শেয়ার / ঋণ খেলাপী / অন্যান্য বকেয়া থাকলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত এবং সদস্যপদ স্থগিত/বহিষ্কার থাকলে উক্ত সদস্য/সদস্যা সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না। খ) বার্ষিক সাধারণ সভা শুরু হওয়ার পূর্বে যারা হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করবেন, কোরাম-পূর্তি লটারীতে কেবল মাত্র তাদের নামই অর্ন্তভূক্ত হবে এবং তাদের প্রত্যেককে কোরাম পূর্তি উপহার প্রদান করা হবে।

বিজ্ঞ/২৪৭/২১

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ৩৪
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 34
বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা-৩৪
Regd. No. DA-33
❖ 19 - 25 September, 2021, ৪ - ১০ আশ্বিন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

- International & Domestic Air-Ticketing
- Hotel Accommodation
- Corporate Travel & MICE Events
- Air Charters
- Medical Air Evacuation

LIFESTYLE SOLUTIONS LIMITED
dream. explore. discover....it's all about 'you'

Unitech Rosebella, House- 03, Apt- B8, Road- 17, Block- D, Banani, Dhaka- 1213, Bangladesh.
Verlin Randolph Mobile : +88-01988 444411, Hotline +88-01944 222211
E-mail: info@lifestylesolutions.co, verlin@lifestylesolutions.co
Facebook: www.facebook.com/LifestyleSolutionsLimited

ATAB MEMBER IATA PATA Pacific Asia Travel Association

বিজ্ঞ/২৪৩/২১

বাংলাদেশ খ্রিস্টান (কাথলিক) সমাজ কর্তৃক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (২০২০) ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী (২০২১) উদ্‌যাপন বিষয়ক

বিশেষ ঘোষণা

সম্মানিত সুধী,

সমগ্র জাতির সাথে একাত্ম হয়ে বাংলাদেশ খ্রিস্টান (কাথলিক) সমাজও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (২০২০) ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী (২০২১) যথাযথভাবে উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে রোজ শনিবার, ১১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ। এই মহতী কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করতে সকলের সার্বিক সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

ইতোমধ্যে বিভিন্ন কমিটি ও উপকমিটি গঠিত হয়েছে এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (২০২০) ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী (২০২১) উদ্‌যাপনের জন্য নানামুখী প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। সারাদেশে খ্রিস্টান (কাথলিক) সমাজে চার লক্ষ বৃক্ষ রোপণের কর্মসূচী সম্পন্নের পথে। তথ্যমূলক একটি পুস্তক ও স্মরণিকা প্রকাশ, খ্রিস্টান (কাথলিক) মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা তৈরী ও মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন স্মারক/স্মৃতি সংগ্রহের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। এ কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়িত করতে সকল স্তরের ব্যক্তিবর্গের সাহায্য একান্ত আবশ্যক। নিজ নিজ ধর্মপ্রদেশের ধর্মপল্লীগুলোতে খ্রিস্টান (কাথলিক) মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্যদান, মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন স্মারক/স্মৃতি জমা, মুক্তিযুদ্ধকালীন মিশনারীদের অবদান সংক্রান্ত ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যদান, নৈতিক এবং আর্থিক সহায়তা দিয়ে আপনিও এ কর্মযজ্ঞে শরীক হতে পারেন।

দেশগড়ার কাজে অতীতের মতো বর্তমানে ও ভবিষ্যতেও আমরা নিবেদিত হবো। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (২০২০) ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী (২০২১) যথাযথভাবে উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মাঝে একতা ও মিলন দৃঢ় হোক।

আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই
সভাপতি

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু, সমন্বয়কারী
ফাদার মিল্টন ডেনিস কোড়াইয়া, সেক্রেটারী

বাংলাদেশ খ্রিস্টান (কাথলিক) সমাজ কর্তৃক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (২০২০) ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী (২০২১) উদ্‌যাপন কমিটি

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org